রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯২৬

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সৌজন্যে

বৈকালী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১লা অগ্রহায়ণ
১৩৩৩

বেল্ প্রেড্

দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা
হৃদয় আকাশে।
দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোয়
সুধায় মাখা সে॥
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
ছিল ঢাকা সে॥

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে
রইল আঁকা সে॥

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিলো তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিলো বকুলের গন্ধে,
মধুর বসন্তে॥

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙায় দিগন্ত।
বাণী মম নিলো তুলি
পলাশের ফুলগুলি,
এঁকে দিলো তোমার সীমান্তে
মধুর বসন্তে॥

অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে?
বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে
সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥

মন্থর মঞ্জুলছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয় হিন্দোল।
নয়ন পল্লবে, হাসি
হিল্লোলি' উঠিবে ভাসি,
মিলন মল্লিকামাল্য পরাইবে পরান বল্লভে ॥

৪

তোমার বীণায় আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি,
কখনো শুনি না যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে,
গোপন কথা কহিতে থাকে
ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে
বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা
স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া
বেসুর হয়ে চলে,
তোমার বাণী কখনো শুনি
কখনো শুনি না যে!

চলিতেছিনু তব কমলবনে
পথের মাঝে ভুলালো পথ
উতলা সমীরণে।
তোমার সুরে ফাগুনরাতে জাগে,
তোমার সুরে অশোক শাখে
অরুণ রেণু লাগে।

সে সুর তাহি চলিতে চাহি
আপন ভোলা মনে
গুঞ্জরিত তুষিত-পাখা
মধুকরের সনে।
কুহেলি কেন ঢাকায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে
আঁখি যে মোর পাতে।
তোমার বাণী কখনো শুনি
কখনো শুনি না যে ॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে
আমারে দিলো ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি
সুদূর বনগন্ধ আসি
করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত অন্তরে
চুপি চুপি কী কহেন কথা
কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল, ~~[illegible]~~ ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি
বুকের কাছে সবাই এলো জুটি ॥

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা-কিছু মোর ভাবনা ছিলো
সকলি নিলো লুটি।
ডাকিয়া মোরে আনিল লীলাভরে
সকল-ভোলা দুয়ার-খোলা
খুশির খেলাঘরে,

যেখানে ছিনু সবার কাছাকাছি,
অজানা ভাবে নূতন গান
সেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে চাঁদের মতো
আচম্বিতে এল ছুটি।
কাজের বাঁধ সকলি গেল টুটি॥

চঞ্চল তব নবীন আঁখি দুটি
সে আঁখি পাতে আকাশ উঠি
ফুলের মতো ফুটি।
ইসারা তার চমক দেয় চিতে
অশোক বন কাঁপিয়া উঠি
রঙীন রাগিনীতে।
অলস হাওয়া আঁকি ভেসে ভেসে
সাগরপারে কী ছেলেখেলা
খেলায় মেঘে মেঘে।
কমল কলি দুলায় বুকে
কোমল কাচ মাটি,
সবারে মনে নিখিলে তোলে উঠি॥

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি,
আমার মন কয় চিনি, চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কণে: রিনিরিনি,
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

পারুল শুধাইল, "কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।"
কামিনী ফুলকুল বরষিছে,
পবনে এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে,
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি,
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

শিয়র তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী জেগে বসে আছি একা,
মনে হয় কেন, পুন তুমি দিলে দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা;
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি
তোমার আখরগুলি॥

মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
~~[illegible]~~
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মনে দিলো আজি আনি
বিরহ ব্যথার প্রথম পত্রখানি;
মাধবী শাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি
তোমার আখরগুলি॥

স্থা. নি, আমার অবকাশ নাহিলো
কি আছে আমার মনে।
আমি লোকের কথাতে চাহিলো,
বুক পড়ে দুরুদুরে॥
কী বলিতে পারছি কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলি,
অবকাশে দিন কাটিলো,
দেখে যাও আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে॥

চিত্ত- তিমির নিশীথ গহনে
আছে মোর পূজাবেদী।
তুমি চকিত হাসির দহনে
সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস যাপিয়া
কত বেদনার মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহিলো;
শুনে যাও ক্ষণে ক্ষণে
কী আছে আমার মনে॥

৯

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে,
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে।
সোনালি আলোকে একা এসেছিল ভুলে,
পথহারা ফুল অন্ধরাতের কূলে,
মরণে আলোর কল্পনা কাঁদিবারে।
ক্ষীণ দেহ, মরি মরি,
সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে বিফল সাধনারে॥

কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারের যারা অদিকে লোকের চলে,
পরিচয়হীন সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের তীরে তীরে।
করুণ মাধুরীখানি
কহিতে জানে না বাণী,
কেন এসেছিল রাতের রুদ্ধ দ্বারে॥

আমার মনের প্রথম কুসুম
চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে "এসেছি এ কোন্‌খানে?"
এসেছ আমার জীবন লীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার সুরতরঙ্গ গানে॥

আমার মনের প্রথম মুকুল
প্রভাত আলোক মাঝে
শুধায় আমারে "এসেছি এ কোন্ কাজে?"
ফুটিতে এসেছি কাহার কঠিন বন্ধে,
বিশ্ব চিত্ত ভরিতে সরস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরী প্রেমাতুর হৃদমাঝে॥

কেন রে এতই যাবার ত্বরা?
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর
গানের ভরা?
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবি?
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী?
নিল কি বিদায় শিথিল করবী
বৃন্ত-ঝরা?

এখনি তোমার পীত উত্তরী
দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের
আসন মেলে?
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোত কূজনে হল যে আকুল,
চরণ পূজনে ঝরাইছে ফুল
বসুন্ধরা ॥

১২

কাঁদার সময় অল্প ওরে,
ভোলার সময় বড়ো।
যাবার দিনের শুকনো বকুল
মিথ্যে করিস জড়ো।
আম্রবনীর নাচের তলে
নতুন মুকুল নামল দলে,
দখিন হাওয়ায় পুরানো ফুল
ঐ যে পড়ো-পড়ো।

ছিন্ন-মলিন পাপড়ি যায়
ছায়ার পারে চলে।
কান্না তাদের রইল পড়ে
শীর্ণ তৃণের কোলে।
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা
বড় খেলা সেই শিশুর খেলা,
নতুন গানে কাঁচা সুরের
প্রাণের বেদী গড়ো॥

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?
ভালোবাসা যদি মেশে আধাআধি মোহে,
আলোতে আঁধারে হারাব দোঁহারে দোঁহে;
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে,
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে?

ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা?
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে,
বাহির বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে?
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করি লবে?
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে?

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠিছে বাজি।
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে,
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি।

নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে।
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারবার
মনে পড়ে তাই আজি॥

সেই ভালো সেই ভালো
আমারে না হয় না জানো।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে,
কাছে কেন লাজে লাজাবে!
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,
বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর,
থাক্‌-না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলনকুঞ্জ সাজাবে॥

গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোথেলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা
মর্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজাবে॥

১৬

অনেক কথা যাও যে ব'লে
কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা
দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে
ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে
তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি।

আমার চোখে যে-চাওয়াখানি
ধোওয়া সে আঁখিলোরে।
তোমারে আমি দেখিতে পাই
তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে খেয়াল আছে,
আপনি ঢাকা আপন কাছে,
নিজের অগোচরেই পাছে
আমারে যাও ছলি,
তোমারে তাই এড়াতে চাই
ফিরিয়া যাই চলি॥

যে পথে যে আমায় ভোর
কী কথা আজ দিয়েছে সে।
দূরের গানের পরশমানিক
লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যক্ষেতের গন্ধখানি
একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তিহরণ পান্থ হাওয়া
খেলুক আমার মুক্তকেশে॥

নীল আকাশের সুরটি নিয়ে
বাজাক আমার বিজন মনে;
ধূসর পথের উদাস বরণ
মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায়
ছড়াবো প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন মনে চোখের কোণে
অশ্রু আভাস উঠবে ভেসে॥

ঘাটের ভেলা ভাসাই নীরে,
পিছন পানে চাইনে ফিরে।
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা,
খেলা আমার চলার খেলা,
হয় নি আমার আসন মেলা
ঘর বাঁধিনি স্রোতের তীরে।

জীবন যখন বাঁধতে আসে
ভাগ্য আমার দেখে হাসে।
ধুলা ওড়া হাওয়ার ডাকে
পথ যে টেনে লয় আমাকে,
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে
গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে॥

এবার এল সময় রে তোর
শুকনো পাতাঝরা।
যায় বেলা যায় রৌদ্র হল খরা।
অলস ভ্রমর ক্লান্ত পাখায়,
মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায়
কোন্ খেয়ালের ছলে,
শুধু বিজন ছায়াবীথি
রবে ব্যথাভরা।
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হল খরা॥

মনের মাঝে গান থেমেছে
সুর নাহি আর লাগে।
শ্রান্ত আঁখি আর যে নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি
সে গিয়েছে ভুলে।
কোন্ কালে সে পেরিয়ে গেল
সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ,
অবাধ-প্রসার ধরা।
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হল খরা॥

২০

ওগো জলের রাণী
ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না গো
আমি যে ভয় মানি।
কখন তুমি শান্ত গভীর,
কখন উতল মনো
কখন নয়ন হাস্যমদির,
কখন ছল ছলো
কিছুই নাহি জানি,
ওগো জলের রাণী॥

যাও কোথা চঞ্চলি?
লও গো ব্যাকুল বকুল বনের
মুকুল অঞ্জলি।
দখিন হাওয়ায় বনে বনে
জাগুক মর্মরো,
বুকের পরে পুলক ভরে
কাঁপুক থরথরো
সুনীল আঁচলখানি
ওগো জলের রাণী॥

হাওয়ার দুলালী
নাচের তালে শ্যামল কূলের
হৃদয় দুলালি।

অরুণ আলোর মানিকমালা
দোলাব ঐ স্রোতে
দেবো হাতে গোপনরাতে
আঁধার সাগর হতে
তারার ছায়া আনি
ওগো চাঁদের রানী ॥

ফাল্গুন
১৩৩২

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে।
তরুণ মুখের করুণ হাসি
গোধূলি আলোয় উঠল ভাসি,
প্রথম প্রাতের প্রথম কাঁদন
কাঁদে দিনান্তে কী সন্ধানে
শেষের গানে॥

আজি দিনান্তে মেঘের মায়া
সে আঁখি পাতায় ফেলেছে ছায়া।
মেলায় মেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে বেত বিজলী হানি
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের সুদূর পানে
শেষের গানে॥

২২

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে,
স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥
বনের ছায়া মনের সাথী,
বাসনা নাহি কিছু।
পথের ধারে আসন পাতি,
না চাহি ফিরে পিছু।
বেণুর পাতা মিশায় গাথা
নীরব ভাবনায়,
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥

মেঘের খেলা গগনতটে
অলস-লিপি-লিখা।
সুদূর কোন্ স্মরণ পটে
জাগিল মরীচিকা।
চৈত্র দিনে তন্দ্রা বেলা
তৃণ আঁচল পেতে,
শূন্য তলে গন্ধ ভেলা
ভাসায় বাতাসেতে।
কপোত ডাকে মধুকশাখে
বিজন বেদনায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে
পরশে মৃদু বায়॥

এ পথে আমি যে গেছি বারবার,
ভুলি নি তো একদিনও।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ?
তবু মনে মনে জানি, নাহি ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়,
চিনিব তোমায় আসিবে সময়
তুমি যে আমায় চিনিও।

একেলা তোমার যে প্রদীপ হাতে,
নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল,
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল,
গন্ধে তাদের গোপন মুকুল
সাক্ষ্য আছে লীন॥

২৪

দিন পরে যায় দিন, বসি পথপাশে,
গান পরে গাই গান বসন্তবাতাসে।
ফুরাতে চায় না বেলা
তাই সুর গেঁথে খেলা,
রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে।

দিন পরে যায় দিন, নাই তব দেখা,
গান পরে গাই গান, রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে
তাই নাহি আসো কাছে,
ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে॥

২৫

তপস্বিনী হে ধরণী, ওই যে তাপের বেলা আসে।
তাপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অন্তরে প্রাণের লীলা
হোক তবে অন্তঃশীলা
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক হোমাগ্নি-নিঃশ্বাসে॥

যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে,
এক হয়ে মিশে যাক মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা
কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে॥

বিরস দিন, বিরল কাজ,
প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ, প্রেম, এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে।
একেলা রই অলস মন,
নীরব এই ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
এসেছ প্রেম এসেছ আজ
কী মহাসমারোহে।

কানন পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয় রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘনঘুমের মোহে।
এসেছ প্রেম এসেছ আজ
কী মহা সমারোহে।

তবে যদি ফুটল কুসুম
নেই কেন সেই পাখী।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে
আনব তারে ডাকি?
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে
পাতায় পাতায় নাচন লাগে,
এমন মধুর গানের বেলায়
সেই শুধু রয় বাকি।

উদাস-করা হৃদয়-হরা
না জানি কোন্ ডাকে
সাগর-পারের বনের ধারে
কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায়
বারে বারে ডাকে যে তায়,
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায়
কেন সে দেয় ফাঁকি।।

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি
যে আছ অন্তরে।
স্বপনদুয়ার খুলে এসো
অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে
চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে॥
দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপবাণী
ফাগুনবাতাসে,
বনের নিশ্বাসে।
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ
এসো বুকের 'পরে,
এসো আমার ঘরে॥

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়,
ছন্দের লীলা ধীর গম্ভীর মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়
অতলের লীলা উচ্ছল জলতরঙ্গে।
আপনারে পাওয়া আপনার-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মৃত্যুরে পাই নম্রতাহীন কঠিন শিলায়,
শান্তের লীলা প্রলয়-দারুণ ভ্রূভঙ্গে॥

অচলের লীলা নির্ঝর-জল-কলকল্লোলে,
অমলের লীলা কত না রঙ্গ-বিরঙ্গে।
অচল ধরার লীলা সাগরের শ্যাম হিল্লোলে,
গগনের লীলা উধাও ডানার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্ত্যের ম্লান ধূলায় হেলায়,
দুঃখের নায়ে আনন্দ খেলে দোলন খেলায়,
সাধুর খেলা যে পাপীতাপীদের আসঙ্গে॥

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি, কী জানি।
নানা কাজে নানা মতে
ফিরি ঘরে ফিরি পথে,
সে কথা কি অগোচরে
বাজে ক্ষণে ক্ষণে?
কী জানি, কী জানি।

সে কথা কি অকারণে
ব্যথিছে হৃদয়?
এ কি ভয়, এ কি জয়?
সে কথা কি কানে কানে
বারে বারে কয়, —
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানা সুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম,
বাজে কি গগনে?
কী জানি, কী জানি।

৩১

আমার প্রাণের গভীর গোপন
মহা-আপন সে কি?
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
পাগলা হাওয়ার মতো
আসেন ছুটে পড়ে,
কবে সে ধরা পড়ে
নয়ন যায় যে ঠেকি॥

যখন আসে পরম লগন
তখন গগনমাঝে
তাহার বাঁশি বাজে।
তখন আমার গানে
তাহারি সুর আনে,
অশ্রুজলের বাণী
যায় হৃদয় ভেদি॥

হার মানালে ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খানখান।
এবার তবে জ্বালো
করুণ তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান॥

এসো পারের সাথী,
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
অন্ধকারের ছায়ে
শান্ত শীতল বায়ে
রাখব তোমার পায়ে
ক্লান্ত দীনার গান॥

৩৩

ঝঞ্ঝা-ঢেউয়ের শাসন হবে,
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কাল সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বক্ষে বাজুক বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে,
পিছিয়ে পড়েছি আমি
যাব যে কী করে।
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও
আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই, তত
যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই
কালি নিশিভোরে॥

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনার আবরণ?
খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন।
মুক্তি না যদি থাকে মাঝে মাঝে
আকাশ সেও যে কাঁদে বন্ধনে,
চিত-নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ।
ঠেলে যে আড়াল ঘুচিবে আঁধার,
আপনারে ফেল দূরে।
সহজে অমনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্যে গাহিয়া যায় তোর বাঁশি,
তোমার ফিরিবে জোয়ারের আসি,
নিশ্চয় না ফিরি, অমনি জানিবি
ভরা আছে তোর মন॥

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে॥

তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

যে চির-নূতন আজি এ দিনের
প্রথম গানে
প্রাণ অবিনাশী উঠুক বিকাশি
তোমার প্রাণে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
মোর মুখে দিক নির্ভীক ভাষা,
শঙ্কাহীন সে ভরি দিক মন
তোমার দানে।
এ শুভ লগনে জাগুক গগনে
অমৃত বায়ু।
আনুক জীবনে নব জনমের
অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু, যাহা-কিছু ক্ষীণ,
নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন,
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
আলোক স্নানে॥

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি॥

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা তরে
ফিরে এসো ঘরে॥

আকাশে আকাশে, আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
"এসো এসো লহো তুলে,"
উঠে ডাক মর্মরে মর্মরে।

ফসলে ঢাকিল ঘাট মাঠ,
তুমি কি লবে না তাহার ভাগ?
ওই দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই?
যেথা আছ, ঘর সেখানেই।
মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া
পরবাসী বাহিরে অন্তরে॥

অশান্তির ঝংকার অনিবার,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলনঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষজ্যোতি,
সারারাতি তারকালোর পরে।
বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আর তুমি আছ তারে ভুলে।
অভিমানে সুর নাই,
আমার ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছ দূরান্তরে।
এসো এসো শান্তির উৎসবে
দক্ষিণ বায়ুর বেণুরবে।
পাখীর প্রভাতী গানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃত নির্ঝরে।
ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণার দক্ষিণ তব করে॥

দুঃখ সবারে সহিষ্ণুতায় হবে,
বীর, তুমি বহি লহো তারে।
পথের কণ্টক দলি'
একেলা চলি, একেলা চলি,
মন্দিরের দেবসম্মুখে।

বেদনার অর্ঘ্য দিলে, তবে
ঘর তব আলোকার হবে।
তুষার গলিবে জলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে॥

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ।
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান্ বেলা তাসে পাশায়;
নাইবা হোল নানা ভাষায়
আহা, উহু, ওহো।
নাই ঘনালো দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ॥

আমি যখন মরে যাব,—
সেইটি খুশী জেনো
আসরে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

শীত শয়নে তন্দ্রাবৃত
প্রাঙ্গণেতে আমার ঘেরি
যেথায় বীণার বাণী তরী
রেখেছে উৎসবে

সেথা আমার আসর পরে
স্নিগ্ধ শ্যামল সমাদরে
আলিম্পনায় সুরে সুরে
আঁচড় আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখীর কলরবে॥

যখন আমি এই তরুর
ছায়ে অবকাশে
ওদের সুরে আমার কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাল্গুন হাওয়ায় শ্রাবণধারে
এই তরুতেই তারে তারে
কিশলয়দের দ্বারে দ্বারে
উঠবে হঠাৎ ডাকি,

কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে
কভু অরুণ আলোক লেগে
এই তরুণ উঠবে জেগে
রঙীন বেশে সাজি,
স্বর্ণসভার আগুন আমার
'সোনায় দেবে মাজি'॥

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার [illegible] ভালোবাসা
লয়ে অকূল অসীম আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশ নীলিমাতে॥
ফুল-কোটরের মুখে মুখে
রইল সে যে কুঁড়ির বুকে,
রইল গভীর দুঃখে সুখে
সবার দিনে রাতে।
রইল তারি বাঁশী বাঁধা
ভাবী কালের হাতে।

আমার খুশি হরষ বাঁধন
আমার গীতিমালে
সেখানে ঐ মাটির পরে
মঞ্জুরিয়া যাক।
যেখানে ঐ শিউলি-তলে
ক্ষণহাসির শিশির ঝলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢুলে
কাশ-কিশলয়ী।
যেথায় আমার গানের মেলা
গানের ফুলে কারু খেলায়,
যেথায় কাজের অবহেলায়
নিভৃতে দীপ জ্বালি
নানা রঙের স্বপন দিয়া
ভরে রূপের ডালি॥

২৫ বৈশাখ
১৩৩৩
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়া শান্তির শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে

মাঘের বিদায়কালে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের প্রথম দূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি
শ্রাবণের শেষ যূথিকা,
আশ্রমের, হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা,
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরী
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে মাধুরী দিয়েছিল ভরি,
দিল ফিরে প্রতিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
প্রান্তরের যে-শান্তি উদার,
প্রত্যুষের জাগরণে
দেখেছি বিস্মিত মনে
যে আনন্দ আলোক সুধার,
আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘে
যবে উচ্ছ্বসিত বেগে
আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,

অর্পিত ত ~~[illegible]~~ দীপিকায়
সন্তর্পণ দীপিকায়
জ্বেলেছিলে যে প্রাণস্পন্দন.
কৈশোরের দিনগুলোতে
গোধূলিতে রুদ্ররোষে
কাল বৈশাখীর উন্মত্ততা —
যে মন্ত্রের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
শুনেছিলে যে-মুক্তি বারতা,
অন্তরে মহোৎসবে
অনাহূত নীলাম্বরে
লোকে লোকে আলোকের হার.
তোমার হৃদয় দুয়ার দ্বারে
আসিয়াছে বারে বারে
নবজীবনের যে-আহ্বান,
নববর্ষের রবি
যে উজ্জ্বল স্বর্ণছবি
এঁকেছিল নির্মল গগনে,
চির নূতনের জয়
বেজেছিল স্বপ্নময়
রেখেছিল অন্তর অঙ্গনে,

কত গান, কত খেলা,
কত না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিশ্বকবির সাথে
গানের তালে প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,
তারই স্মৃতি শুভসাজে
সমস্ত জীবন মাঝে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত হবে ভরপুর
নিত্য আশা দিক সুর
জীবনের কঠোর কোলাহলে।
নবীন সংসার খানি
গড়িতে হবে যে জানি
মাধুরীতে বিশ্বাসে কল্যাণে,
প্রেম দিয়ে, প্রাণ দিয়ে,
কাজ দিয়ে, গান দিয়ে,
ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব জ্ঞান,
সে-তব রচনা মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি'।

তাঁরা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।

সুখী করো, সুখী হবে,
পূর্ণ করো অন্তরে
শুভকার্য্যে জীবনের ডালা,
সুখস্মৃতি এ দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
রচি লহ নিত্যের মালা।

সমুদ্রের পার হতে,
পূর্ব পবনের স্রোতে,
ফুলের ডালা আনি ভরে
এ প্রভাতে আমি তোরি
পূজার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে॥

১৩ই চৈত্র
রোহিত সাগর

আপনহারা মাতোয়ারা
আছি তোমার আশা ধরে,
ওগো সাকি দেবে না কি
পেয়ালা মোর ভরে ভরে॥
রসের ওজ স্বর্গীয় ছাঁকা,
দ্রাক্ষাদ্রির আগুন মাখা,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি
দূরের থেকে মাতায় মোরে॥

মুখ তুলে চাও, ওগো প্রিয়ে।
তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
জীবন যেন এক হয়ে যাক্
দাও আমারে অমর করে।
নন্দন নিকুঞ্জ মাঝে
অনেক কুসুম ফুটে থাকে
এমন মোহন রং দেখি নাই
এমন সুবাস কোথায় ওরে॥

ফাল্গুন ১৩১২

আজি এই মম সকল ব্যাকুল
অঙ্গ মাঝে
ওহে বিশ্বধাম তোমার সুরের
ছন্দ বাজে ॥

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল মিলিয়েছে তোমার
চরণমূলে।
আমার দেহের বাঁশিতে সে দোল
উঠিছে দুলে।
দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও
মরি লাজে।
ওহে বিশ্বধাম, তোমার সুরের
ছন্দ বাজে ॥

ভুঁই হতে ফুল আনি নাই আমি
আনিনি ফল।
দেশ দেশ হতে আনিনি ভরিয়া
তীর্থজল।

আমার সাগর তনুকে উছলে
অসীম ধারা,
অসীমতা তার তোমারি মাঝারে
হোক্‌না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধার যেমন
জ্বালিছে তারা
সেই মত মম প্রাণের চমক
উজলি মাঝে।
ওগো নিরুপম, তোমার মুখের
ছন্দ মাঝে॥

বৈশাখ
১৩৩৩

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ ॥

পরশরতন তোমার চরণ
লইনু শরণ, লইনু শরণ ॥
যা কিছু মলিন, যা কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥

বৈশাখ
১৩৩২

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে এই একলা রাতে,
তারে ডাকিস্ নে তোর আঙিনাতে ॥
সুদূর দেশের বাণী ও যে
যায় বলে, হায় কে তা বোঝে,
কি সুর বাজায় একতারাতে ॥

কাল সকালে রইবে না সে,
বৃথাই কেন আসন পাতো ।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে তুমি গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে ॥

বল্টিক সমুদ্র
১৯২৬ ৮ সেপ্টেম্বর

কার চোখের চাওয়ার
হাওয়ায় দোলায় মন।
তাই কেমন হয়ে
আছিস্ সারাক্ষণ॥
হাসি যে তাই
অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই
মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর
সুরের আবরণ॥

তোর পরানে কোন্
পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে
সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো
পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায়, সোনার
ঝলক তুলি;
কালোয় আলোয়
কাঁপে আঁখির কোণ॥

হামবুর্গ
৩ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে
দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে।
আলোয় যারে মলিন মুখে
মৌন দেখি
আঁধার হলে আঁখিতে তার
দীপ্তি এ কি,
বরণমালা কে যে দোলায়
তাহার কেশে॥
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে॥
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে
ছিল হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই
রাতের বেলা
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের
বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ
কী আহ্বানে,
তারার আলোয় কে চেয়ে রয়
নির্নিমেষে।
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে
স্বপন বেশে॥

[illegible] ১০ সেপ্টেম্বর॥
১৯২৬

ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ
নীল গগনে।
আমি কেন একলা বসে
এই বিজনে।
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে
শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কাননজুড়ি
উঠছে দুলি,
শিশির-নাওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া
লাগল বনে
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

বনের পথে কী মায়াজাল
বুনলে কে,
সেইখানেতে আলোছায়ার
মেলামেশা।
ঝরে-পড়া মালতী, তার
গন্ধশ্বাসে
করুণ-আভাস দিয়ে গেল ঐ
ঘাসে ঘাসে।
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের
আন্দোলনে,
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই
আপন মনে॥

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩
ম্যুনিক

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন
চিনতে পারে
তাই ভাবি যে বারে বারে ॥

গহন রাতের চন্দ্র তোমার
মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে।
প্রভাত বেলার সূর্য, জ্যোতির
তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে ॥

বসন্ত যায় পরাণ ভুলায়
ছন্দে ছন্দে
বৈশাখী ঝড় গর্জি উঠে,
রুদ্রদ্বন্দ্বে ॥
শ্রাবণ-মেঘের নিবিড় সজল
কাজল ছায়া
দিগ্দিগন্তে ঘনায় মায়া।
আঁধারের এই অচল আলোর
কিরণ ভারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তি পারে ॥

র ভিতরে জাগিছে কে যে,
রে বাঁধনে রাখিল বাঁধি।
য় আলোর পিয়াসী সে যে
ই গুমরি উঠিছে কাঁদি॥

যদি রভসে রহিল প্রাণ,
কেন নীরবে রজনী গান,
যদি গগনে জাগিল আলো,
কেন নয়নে লাগিল আঁধি॥

আমি নব প্রভাতের বাণী
দিল কমলে কমলে আনি
ফুলে নব জীবনের আশা
কত রঙে রঙে পায় ভাষা।

যেথা ফুরায়ে গিয়াছে রাতি,
সেথা জ্বলে নিশীথের বাতি;
ভোর ফুটাবে তারে কেন
হেন হয়ে গেল আধাআধি॥

নাই, নাই ভয়, হবে, হবে জয়,
খুলে যাবে এই দ্বার।
জানি, জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারবার।
ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস যাপনা,
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার॥

স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান,
আহ্বান লোকালয়ে।
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব, নদীনির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার॥

শ্রীনিক
১৮ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়
ঘাসে ঘাসে॥

দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
দিগ্বিদিকে ছুটায় আমায়
কোন্ বাতাসে॥

মন মেলে মোর শ্যামল বনের
মনের সাথে।
ফুল-ফোটানোর নিবিড় বেলায়
পরান মাতে।
কচি পাতার ব্যাকুলতা
বক্ষে আমার কয় যে কথা,
স্বপ্ন আমার মেঘের লীলায়
শূন্যে ভাসে॥

পূর্ণিমা
১৭ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

সকাল বেলার আলোয় বাজে
বিদায় ব্যথার ভৈরবী,
আন্ বাঁশি তোর আয় কবি।
শিশির-শিহর শরৎ প্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে
গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস্ নাই রবি॥
এমন উষা আসবে আবার
সোনায় রঙিন দিগন্তে
কুন্দেরি ফুল সীমন্তে।
হেমন্ত-কুহর-করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মুকুল মায়ায়
তোমার গানের সুরে-সুরে
জাগবে আবার এই ছবি॥

পুনর্ণবা
২০ সেপ্টেম্বর
১৯২৩

৫৪

ভালোলাগার শেষ যে না পাই
প্রহর হ'ল শেষ।
ভুবন জুড়ে রইল লেগে
আনন্দ আবেশ।
দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে
কোথায় নিরুদ্দেশ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের
গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে
সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে
অসীম গানের রেশ॥

ষ্টুটগার্ট
২১ সেপ্টেম্বর
১৯২১

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মনের দুয়ার হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণাতারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী॥

দিবস রাতি সুর-সভার মাঝে
সে সুধা করে পান।
পরশ তার মেলেনা মেলেনা যে,
নাহিরে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে ফুলের বনে বনে,
মাধুরীমাখা হাসিতে, আঁখিকোণে
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

কলোন
২৪ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

তুমি ঊষার সোনার বিন্দু
প্রাণের সিন্ধুকূলে।
শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির
প্রথম শিউলি ফুলে।
আকাশ পারের ইন্দ্রধনু
ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরি নন্দিনী গো :
চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
স্বর্গলোকের গোপন কথা
মর্তে এলে ভুলে॥

তুমি কবির ধেয়ান-ছবি
পূর্বজনম স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া
হারিয়ে যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা
কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে
এলে বন্দীরূপে;
অমল আলোর কমলবনে
ডাকলে দুয়ার খুলে॥

কলোন
২৪ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

আপন গানের টানে, আমার
বন্ধন পড়ুক টুটে।
রুদ্ধ বাণীর অন্ধকারে
কাঁদন জেগে উঠে॥
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে
ভুবনবীণা যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায়
পড়ুক সেথায় লুটে॥

ছন্দ তোমার ভগ্ন হয়ে
দ্বন্দ্ব জাগায় প্রাণে।
অন্তরে আর বাহিরে তাই
তান মেলে না তানে।
সুর-হারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা,
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে
যাক সে আপদ ছুটে॥

ড্রেস্‌ডেন
১৪ সেপ্টেম্বর
১৯২৬

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান্ রূপে নানান্ বেশে
ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কোথা গেলে
শেষ হবে কি কে জানে ॥

আমার গানের গহন মাঝে
শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তারি বাসা।
বেলা শেষের যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকাল বেলার মূলতানে ॥

বার্লিন
৬ অক্টোবর
১৯২৬

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি
কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায়
ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলোয়
ঘুম-ভাঙার চোখে হিম লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা
বেজেছে জলে স্থলে॥

আজি এ ক্লান্ত দিনের অবসানে
লুপ্ত আলোয়, পাখীর সুপ্ত গানে,
শ্রান্তি আবেশে যদি অবশেষে
ঝরে ফুল ধূলাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
নিয়ো নিয়ো তব উত্তরায়, অঞ্চলে তারে,
ধূলায় ধূলায় দীর্ণ জীর্ণ
না হোক সে পলে পলে॥

১১ অক্টোবর
প্রাগ্

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে?
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে॥
তারি বাণী দুহাত বাড়ায়
শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমায়
বক্ষে এসে।
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ
কুসুমবনে॥

কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে?
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের
বাহির-দুয়ারে।
তার আলো যে সকল পথের
ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপনরূপে
জনে জনে॥

প্রাগ্
১২ অক্টোবর

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি,
অলস যেন না রয় ডানা দুটি।
ওরে পাখী ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি॥

জানিস নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ~~কিসের~~ ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি॥

ভিয়েনা
২০ অক্টোবর
১৯২৬

পথ এখনো শেষ হল না,
মিলিয়ে এলো দিনের ভাতি।
তোমার আমার মরমপারে হায়
আসবে কখন আঁধার রাতি।
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে, পথের সাথী ॥

ভালো করে মুখ যে তোমার
যায় না দেখা, সুন্দর যে।
দীর্ঘপথের মলিন ধূলি
তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।
ছায়ায় ছেয়ে, দুলায় চলা,
মনের কথা যায় না বলা,
শেষ কথাটি জ্বলবে এবার
তোমার বাতি আমার বাতি ॥

বুডাপেস্ট
২৭ অক্টোবর

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার
বাজিয়েছিলে অনেক সুরে।
গানের পরশ প্রাণে এল
আপনি তুমি রইলে দূরে॥
শুধাই যত পথের লোকে
এই বাঁশিটি বাজালো কে,
নানান নামে ভোলায় তারা
নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে॥

এখন আকাশ ম্লান হল,
ক্লান্ত দিবস চক্ষু বোজে।
পথে পথে ফেরাও যদি
মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে
আপনি লহো আসন পেতে,
তোমার বাঁশি বাজাও আসি
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে॥

বুডাপেস্ট
৩০ অক্টোবর
১৯২৬

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়
বনের গোপন ডালে
কান পেতে কি রয়েছে ঐ
পাতার অন্তরালে ॥
বাসায় ফেরা পাখার শব্দ
একে একে হ'ল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারা উঠ্‌ল ফুটে
দিগঙ্গনার ভালে ॥
পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়
পাতার অন্তরালে ॥

চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া
তরঙ্গ সিন্ধুর।
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে
লাগ্‌ল আলোর সুর।
সুপ্তি বিহীন শূন্যতা যে
সারা প্রহর বাজে বাজে,
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত
বেণুশাখার জালে।
পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়
পাতার অন্তরালে ॥

বালাটন্‌ ফ্যুরেড
হাঙ্গারী
৮ নবেম্বর ১৯২৬

তব অমূর্ত বাণী
ওগো আমার চিত্তে আমার
　　মূর্তি পেয়েছে জানি।
নিত্যকালের উৎসব তব
　　বিশ্বের দীপালিকা,
আমি তারি শুধু একটি প্রদীপ,
　　জ্বালাও তাহার শিখা
বিচ্ছেদহীন আলোকদীপ্ত
　　তোমার ইচ্ছাখানি ॥
যেমন তোমার বসন্তবায়
　　গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে
　　বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে
　　নিঃশ্বাস দাও পূরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া
　　ধন্য করুক সুরে ;
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক
　　তব দক্ষিণপাণি ॥

২১ নবেম্বর
বুয়েনোস্‌

৬৬

বাঁশি আমি বাজাই নি কি
পথের ধারে ধারে?
গান গাওয়া কি হয় নি সারা
তোমার বাহির দ্বারে?
এই যে তোমার যবনিকা
নানা বর্ণে বর্ণে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য হেথায়
দিলেম তারে তারে॥
আজো যেন কোন্ শেষের বাণী
শুনি জলে স্থলে।
পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো
এই কথা সেই বলে।
মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি
অন্তবিহীন ফেরাফেরি
কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে
আনাগোনার পারে॥

২৪ নবেম্বর
ডার্ডানেলিস্

যুক্ত যত যুক্তি যত
মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কুয়াসার
পড়ে রবে নীচে।
কি হোলো না, কি পেলে না,
কে তব শোধিবে দেনা
সে সকলি মরীচিকা
মিলাইবে পিছে।
এই যে দেখিলে চোখে
অপরূপ ছবি,
সুনীল জলের প্রান্তে
প্রভাতের রবি
এই তো পরম দান
ধন্য করিয়াছে প্রাণ,
সত্যের আমন্ত্রণ
এই তো জাগিছে ॥

২৫ নবেম্বর
পিরিউস্

যা পেয়েছি প্রথম দিনে
সেই যেন পাই শেষে,
দু' হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই
শিশুর মত হেসে।

যাবার বেলায় সহজেরে
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
মূল্য যাহার একটুও নেই
সেথা দাঁড়াই এসে।
খুঁজতে যারে হয় না কোথাও
চোখ যেন তায় দেখে।
সদাই কাছে আছেন তারি
পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে
তারেই যেন যাইগো বলে
" এ জীবনে ধন্য হলেম
তোমায় ভালোবেসে ॥

২৫ নভেম্বর
দার্জিলিং

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালে স্বতন্ত্র গীতিকাব্য -রূপে বৈকালীর সহিত পাঠক-সাধারণের পরিচয় ঘটিয়া উঠে নাই। অথচ জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কবির আগ্রহ ছিল। প্রথমতঃ ১৯২৬ সালের মে মাসে (১২ তারিখ। বাংলা ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩) কবি যখন অষ্টম বার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হন তাহার পূর্বেই একখানি খাতায় আনুপূর্বিক বৈকালী কাব্য স্বহস্তে লিখিয়া প্রবাসী-সম্পাদকের উদ্দেশে পাঠাইয়া দেন ও লেখেন :

"বৈকালী" লোকহস্তে পাঠাচ্চি। কালিদাসের চিঠিতে এর বিবরণ পাবেন। যেমন ইচ্ছা ছাপাবেন। পরে এগুলি বই আকারে বের করব।··· ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর•

দ্বিতীয়তঃ কবি য়ুরোপে থাকিতে যখন দেখিলেন 'হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালী দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে', তখন যেভাবে লেখনের কবিতিকাগুলি একত্র লিখিয়া প্রচারের ব্যবস্থা করেন (আখ্যাপত্রে স্থান-কাল : বুডাপেস্ট্/২৬ কার্ত্তিক/১৩৩৩), অনুরূপভাবে প রি ব র্ধি ত বৈকালীর গান-কবিতাগুলি দ্বিতীয়বার পর-পর সাজাইয়া উহার আখ্যাপত্রে লিখিয়া দেন : ১লা অগ্রহায়ণ/১৩৩৩/ বেল্‌গ্রেড্।[১]

• দ্রষ্টব্য প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৮, পৃ ৬৫৯। সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি। কালিদাস, শ্রীকালিদাস নাগ।

গ্রন্থপরিচয়ে, উল্লিখিত বৈকালী 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি বা পূর্ব-বৈকালী আখ্যায় অভিহিত। শ্রীমতী শান্তা নাগ উহা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে দান করিয়াছেন।

১ লেখন ও বৈকালীর উল্লিখিত তারিখ-দুইটি যথাক্রমে ১৯২৬ সালের ১২ ও ১৭ নভেম্বর। অর্থাৎ, লেখন এবং এই বৈকালী লেখায় স্থানগত ব্যবধান যেমন অল্প, কালগত বিচ্ছেদও তেমন নাই বলিলে চলে। লেখন বা বৈকালী-লিখন অবশ্যই এক দিনে হয় নাই। বালাটন ফ্যুরেডের আরোগ্যভবন হইতে কবি বেল্‌গ্রেডে আসেন ১৫ নভেম্বর তারিখে। এই বিদেশ-ভ্রমণের তথা বহু গান -রচনার বিবরণ পাওয়া যাইবে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ -প্রণীত 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' (১৩৭৬) গ্রন্থে।

দুঃখের বিষয়, এই পরিবর্ধিত 'উত্তর-বৈকালী' বা 'নব-বৈকালী'র[২] অনেকগুলি পাতা আশানুরূপ ছাপা না হওয়ায়[৩] বিনষ্টের পর্যায়ে পড়ে এবং বহু বৎসর পরে বৈকালীর আংশিক সংকলন ও স্বল্পমাত্র প্রচার হয় ৭ পৌষ ১৩৫৮ তারিখে (২৩ ডিসেম্বর ১৯৫১), ক্ষীণতর আকারে পুনঃপ্রচার ১৩৫৯ ফাল্গুনে।[৪] যে বা যে-সকল গ্রন্থে পত্রসংখ্যা সর্বাধিক, তদনুযায়ী এই পূর্বপ্রচারিত কিন্তু খণ্ডিত বৈকালীর এক সূচীপত্র পরে দেওয়া গেল ; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা পৃষ্ঠাঙ্কে অনুমান করা যাইবে কতগুলি পাতা বা কতগুলি রচনা পূর্বাপর নষ্ট হইয়াছে এবং সবগুলি সম্ভবতঃ কিরূপ পারম্পর্যে সাজানো হয়[৫]—

এই নব বৈকালীতে 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপির প্রায় সমুদয় রচনাই গ্রহণ করা হইয়াছিল এরূপ অনুমানের কারণ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হইবে। প্রবাসী মাসিক পত্রে ১৩৩৩ সনের আষাঢ়-কার্তিক ৫ মাসে 'বৈকালী' পর্যায়ে ৩২টি রচনার প্রচার, কিন্তু 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে রচনা ৪১টি। প্রবাসীতে কয়েকটি রচনা 'বৈকালী' পর্যায়ের বাহিরেও ছাপা হয়, কয়েকটি রচনা কষ্টিপাথরে সংকলন করায় দ্বিতীয়বার ছাপা হয়, তাহা পরবর্তী দ্বিতীয় সূচীপত্রে যথাস্থানে যথাবিধি উল্লিখিত।

এ সম্পর্কে ১১ জানুয়ারি ১৯২৭ তারিখে [২৭ পৌষ ১৩৩৩] বার্লিন হইতে একখানি চিঠিতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'কালিতে-লেখা সবগুলোই ভালো হ'য়েছে। পেন্‌সিলে-লেখা অনেকগুলি নষ্ট হ'লো। প্রধান কারণ অনেক জায়গায় লেখা ভালো ফোটে নি, যথেষ্ট চাপ দিয়ে না লেখায় দাগ বসে নি, তার উপর অতিরিক্ত **fixing solution** দেওয়ায় দাগ মুছে গেছে। ··· ১টা **machine** আর পুরো সরঞ্জাম (কাগজসুদ্ধ) অর্ডার দিয়েছি, আশা ক'রছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে পৌছবে··· '

বৈকালী গ্রন্থ সম্পূর্ণ না হওয়ার ও কবির আয়ুষ্কালে প্রচার না হওয়ার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। উল্লিখিত হাতের লেখা বা লেখাঙ্কন যথাযথ ছাপাইবার যন্ত্র / উপকরণ শান্তিনিকেতনে আসে কি না, ব্যবহারের চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই।

নির্বিশেষে সকল প্রতির পত্রসংখ্যা সমান হয় নাই। কতকগুলি পাতা একেবারে নষ্ট হয় ; সংরক্ষিত অন্যান্য পাতাও সমান সংখ্যায় পাওয়া যায় নাই।

ক্রমিক সংখ্যা এই তালিকারই কিন্তু উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়া যেগুলি দেখানো হইল, (সেরূপ চিহ্ন না দিয়া) নির্দিষ্ট গানের পরে পরে কবি স্বয়ং লেখেন। কবি এই বৈকালীর কোনো কোনো পাতায় কেবল এক পিঠে অঙ্কপাত করেন বাংলায়, কখনো বা ইংরেজিতে।

॥১॥ উত্তর-বৈকালী। লেখাঙ্কন : কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩
খণ্ডিতভাবে প্রচার : পৌষ ১৩৫৮ ও ফাল্গুন ১৩৫৯

ক্রমিক সংখ্যা	সূচনা	রচনার স্থান-কাল	মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক
'২৬'।	আপনারে দিয়ে রচিলিরে	১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন	২৯
'২৭'।	তুমি কি এসেছ[৬]	১ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন	৩০
[২৮ ।	আমার প্রাণে গভীর গোপন		
২৯ ।	হার মানালে ভাঙিলে অভিমান		
৩০ ।	বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে		
?৩১ ।	আর রেখো না আঁধারে		৩১-৩৩][৬]
'৩২'।	নিশীথে কি কয়ে গেল[৬]	৭ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন	৩৫
'৩৩'।	পথে যেতে ডেকেছিলে[৬]	৮ বৈশাখ ১৩৩৩। শান্তিনিকেতন	৩৬

---

৬ নটীর পূজা'র গান বা অনুরূপভাবে ভাবিত সমকালীন অন্য গান কবি একত্র সন্নিবেশের কল্পনা করিবেন (নষ্ট ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠায় রচনাসংখ্যা ২৮-৩১) ইহা অনুমান করা গেলেও নিশ্চিত পারম্পর্য স্থির হয় না এবং ?-চিহ্নিত একটি গান সম্পর্কে কিছু সংশয়ও থাকে। নটীর পূজা'র এই গান আধার-পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ পাওয়া গেলেও, কোণাকুণিভাবে নীল পেন্সিলের একটি রেখায় লাঞ্ছিত, আবার 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতেও স্থান পায় নাই। কিন্তু ইহা যে নটীর পূজা নাটকে প্রথমাবধি প্রযুক্ত অবিস্মরণীয় এক গান ইহাও সত্য, এবং উত্তর-বৈকালী -সংকলনের কালে রবীন্দ্রনাথ মত-পরিবর্তন করেন নাই তাহাই বা কে বলিবে ? লক্ষ্য করিতে হইবে নটীর পূজা'র সর্বশেষ গান ('আমায় ক্ষম হে ক্ষম') উভয় বৈকালীতেই বর্জিত হইলেও, তাহার পূর্বপাঠ ('আজি এই মম সকল ব্যাকুল') অন্তত উত্তর-পরিকল্পনার অঙ্গীভূত (ক্রমিক সংখ্যা ৩৮ / বর্তমান গ্রন্থে '৪৩')। অর্থাৎ, কবি এ ক্ষেত্রে মত বদলাইয়াছেন বা অবহিত হইয়াছেন— হয়তো ইতঃপূর্বে অনবধানে বাদ গিয়াছিল। অপর পক্ষে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' এই দীর্ঘ কবিতার স্থান-সংকুলান না হইলেও (উত্তর-বৈকালীর পৃষ্ঠাসংখ্যার হিসাবে সেরূপই দেখা যায়), 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে আরও ৩টি গীতিকবিতা তো আছেই (পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় সূচীপত্রে ?-চিহ্নিত) যাহা উত্তর-বৈকালীর অন্যত্র সংকলনের কথা নয়, দেখাও যায় না, তাহারই একটি— 'আঁধারের লীলা', 'হে চিরনূতন', 'মরণ-

৩৪ । বনে যদি ফুটল কুসুম	ফাল্গুন ১৩৩২	৩৭
৩৫ । এসো আমার ঘরে	ফাল্গুন ১৩৩২	৩৮
৩৬ । আপনহারা মাতোয়ারা	ফাল্গুন ১৩৩২	৩৯
৩৭ । ওগো জলের রানী	ফাল্গুন [?] ১৩৩২	৪০-৪১
৩৮ । আজি এই মম সকল ব্যাকুল [আজি এ নিরালা কুঞ্জে । বরণডালা । মহুয়া । ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫]	বৈশাখ ১৩৩৩ [শান্তিনিকেতন]	৪২-৪৩
৩৯ । হে মহাজীবন	বৈশাখ ১৩৩৩	৪৪
৪০ । সে কোন্ পাগল	৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । বল্টিক সমুদ্র	৪৫
৪১ । কার চোখের চাওয়ার	৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । হাম্বুর্গ	৪৬
৪২ । রয় যে কাঙাল	১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । হাম্বুর্গ	৪৭
৪৩ । ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ম্যুনিক	৪৮
[৪৪ । আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ম্যুনিক	৪৯
৪৫ । তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ম্যুনিক	৫০][৭]
৪৬ । নাই, নাই ভয়	১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ম্যুনিক	৫১
৪৭ । আমার মুক্তি গানের সুরে [আমার মুক্তি আলোয় আলোয়]	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ন্যুর্ন্‌বর্গ্‌	৫২
৪৮ । সকাল বেলার আলোয়	২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । ন্যুর্ন্‌বর্গ্‌	৫৩
৪৯ । ভালো লাগার শেষ যে না পাই [মধুর, তোমার শেষ যে না পাই]	২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । স্টুট্‌গার্ট্‌	৫৪
৫০ । চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । কল্যোন	৫৫
৫১ । তুমি উষার সোনার বিন্দু	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ । কল্যোন	৫৬

সাগরপারে' নটীর পূজা'র গীতিগুচ্ছে সাজানো হয় নাই তাহাও বলা যায় না।

নটীর পূজা ১৩৩৩ বৈশাখের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত, সেই সূত্রে '২৭', ২৯, ৩০, ৩১, '৩২', '৩৩', ৩৯ সংখ্যা-যুক্ত গানগুলিরও বহুল প্রচার— দ্বিতীয় সূচীপত্রে মাসিক বসুমতীর (বৈশাখ ১৩৩৩) পৃথগ্‌ভাবে উল্লেখ করা হইবে না।

৭ নষ্ট এক পাতায় পর-পর এই দুটি গান ছিল ইহা অনুমান নয়, প্রত্যয় বলা চলে। কেননা, রচনার পারম্পর্যে যেমন, তেমনি আধার-পাণ্ডুলিপিতে ও লিপিচিত্রিত মাসিক বসুমতীতে (গীতাষ্টক : বৈশাখ ১৩৩৪) ইহাদের সন্নিবেশ লক্ষ্য করিলে অন্যরূপ কল্পনা করার কোনো কারণ নাই।

---

৮ গানের পর্যায় শেষ হইয়াছে কল্পনা করিয়া (বস্তুতঃ তাহা হয় নাই) কবি অতঃপর কিছুকাল পূর্বে রচিত (১৩৩৩ বৈশাখে ও জ্যৈষ্ঠে) ২টি কবিতা এই বৈকালীর শেষে সংকলন করিলেন। (উভয়ই অনেক পরে, ১৩৩৯ ভাদ্রে, পরিশেষ কাব্যের অঙ্গীভূত হয়।) দুঃখের বিষয়, বৈকালীর বিরলপ্রচার কোনো কোনো কপিতে 'আশ্রম-বালিকা'র সবটা পাওয়া গেলেও, একখানি পাতার অভাবে 'দিনাবসান' কবিতার আনুমানিক ৩ স্তবক খোওয়া গিয়া কেবল শেষ স্তবক পাওয়া যায় এই বৈকালীতে।

৯ বৈকালীতে ও পরিশেষ কাব্যে মুখ্য পাঠভেদ এই যে, প্রথম ৬ ছত্রের গুচ্ছটি পরবর্তী ৬ ছত্রের সহিত 'ঠাঁই-বদল' করিয়াছে।

১০ এই খণ্ডিত বৈকালীতে কেবল শেষ স্তবকটি দেখা যায়। মূল রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও নৈমিত্তিক পত্রে (জন্মোৎসব-দিবসে শান্তিনিকেতনে লিপিচিত্র-রূপে প্রচারিত) ৫ স্তবক থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে ৪ স্তবক ছিল মনে হয়— পরিশেষ কাব্যেও সেইরূপ। বাদ গিয়াছে পূর্ণাঙ্গ কবিতার চতুর্থ স্তবক। কৌতূহলের বিষয় এই যে, বৈকালীর 'প্রবাসী' পাণ্ডুলিপিতেও ৪ স্তবকের বেশি নাই এবং সে ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হইয়াছে 'সম্পূর্ণ' কবিতার শেষ স্তবক। বর্তমান বৈকালীতে সবগুলি স্তবকের একত্র সংকলন ; এ কবিতার এই রূপও কবি বারংবার

পূর্বপ্রচারিত বৈকালীর উল্লিখিত স্থচীপত্রের পরিপূরক বা অনুপূরক হিসাবে আরও পূর্বের বৈকালীর ('প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি) "ক্রমিক" সংখ্যা -সহ এক স্থচীপত্র এখানে দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে প্রবাসী মাসিক পত্রে আংশিক প্রকাশের বিষয় যেমন জানা যাইবে তেমনি উত্তর-বৈকালীতে আছে বা ছিল বলিয়া যেগুলি দে খা যা য় অথবা অ নু মা ন ক রা যা য় তাহারও হিসাব মিলিবে বর্তমান তালিকার অবদ্ধ এবং বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যার সংকেতে। কেননা, পূর্বসংকলিত স্থচীপত্রের প্রয়োজনীয় সব সংখ্যাই এই স্থচীপত্রে দেখানো হইবে বন্ধনীর মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক, এই পূর্ব-বৈকালীতে ('প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে) রচনার স্থান কাল কোথাও লেখা নাই ; তাহা অন্য স্থত্রে, বিশেষতঃ আধার-পাণ্ডুলিপি দেখিয়া, পরে জানা যাইবে অথবা অনুমান করাও অসম্ভব হইবে না।—

॥ ২ ॥ পূর্ব-বৈকালী বা 'প্রবাসী' পাণ্ডুলিপি। রচনা : মাঘ ১৩৩২ - বৈশাখ ১৩৩৩
অংশতঃ প্রবাসী পত্রে মুদ্রণ : বৈশাখ-কার্তিক ১৩৩৩

সংখ্যা	স্থচনা	বিশেষ শিরোনাম	সাময়িক পত্রে প্রকাশ। পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা।	দোল-পূর্ণিমায়।	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩২। ৫৭০
২।	ফাগুনের নবীন আনন্দে।	তদেব।	সবুজ পত্র। চৈত্র ১৩৩২। ৫৭১
৩।	অনন্তের বাণী তুমি		
	[বসন্তের দূতী তুমি।	নববধূ।	ভারতী। চৈত্র ১৩৩২। ৪৬৭
		। গান।	রবি।[১১] চৈত্র [১৩৩২] ৩৮০

স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রলেখাঙ্কনে আলোচ্য বৈকালীর আখ্যাপত্রে তারিখ আছে '১লা অগ্রহায়ণ' বা ১৭ নভেম্বর ১৯২৬। মনে করা যাইতে পারে, ঐ সময়ের মধ্যে এই বৈকালীর উদ্দেশে ধাতব পত্রে 'দিনাবসান' কবিতা অবধি লেখা হয় এবং উহাই সংকলনের শেষ রচনা কল্পনা করায় কবি উহার শেষে স্বাক্ষরও করেন। পরে আরও যে-দুটি গান লিখিয়া দেন তাহার তারিখ যথাক্রমে ২১ ও ২৪। আরও পরের গান হয়তো ধাতুপত্রে লেখার সময় বা সুযোগ হয় নাই কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত।

১১ 'রবি' ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রৈমাসিক পত্র, এ ক্ষেত্রে ত্রিপুরাব্দ ১৩৩৫। রবি পত্রে ও ভারতী'তে পাঠভেদ অল্পই কিন্তু রচনাকালের নির্দেশ পৃথক্—

ভারতী : ২১শে ফাল্গুন ১৩৩২
রবি : ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় সম্মানিত রাজ-অতিথি-রূপে ছিলেন ১৩৩২ ফাল্গুনের ১০-১৪

৪। তোমার বীণা আমার মনোমাঝে

৫। চপল তব নবীন আঁখি দুটি* প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩৩

[ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি। মুক্তি। মহুয়া : ১৩৩৬] ৪০৩

৬। নূপুর বেজে যায়* প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩৩। ৪০৪

৭। লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৫

৮। জানি তোমার অজানা নাহি গো* প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩৩

[অজানা জীবন বাহিনু। উদ্‌ঘাত। মহুয়া : ১৩৩৬] ৪০৪

৯। কী ফুল ঝরিল* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৭

১০। আমার লতার প্রথম মুকুল* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬

১১। কেন রে এতই যাবার ত্বরা* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৭

১২। কাঁদার সময় অল্প ওরে* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৬

১৩। বিনা সাজে সাজি* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬

১৪। কী পাই নি তারি* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৬

১৫। সেই ভালো সেই ভালো* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৬

১৬। অনেক কথা যাও যে ব'লে* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৫

১৭। দে পড়ে দে আমায় তোরা* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৬

১৮। পাতার ভেলা ভাসাই নীরে* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৫

১৯। এবার এল সময় রে তোর* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৭

[৩৭] ওগো জলের রাণী। জলের রাণী। ভারতী। কার্তিক-অগ্র. ১৩৩২। ২১১

প্রবাসী। কষ্টিপাথর : ফাল্গুন ১৩৩২। ৬৮১

২০। শেষ বেলাকার শেষের গানে* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৫

২১। আধেক ঘুমে নয়ন চুমে* প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৩৩। ৭১৭

২২। এ পথে আমি যে* প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৭

২৩। দিন পরে যায় দিন* প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯

তারিখে ইহা পূর্বোক্ত ত্রৈমাসিক পত্রে (পৃ ৪৫৯-৪৬৩) জানা যায় : '১০ই ফাল্গুন, রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবনপ্রাসাদে পদার্পণ করেন।··· রাসলীলা দেখিয়া কবি বড়ই মুগ্ধ হন।··· তার পর দিন (১৪ই ফাল্গুন) দ্বিপ্রহরে কবি রবীন্দ্রনাথ কুঞ্জবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।' এই কয়দিনে রবীন্দ্রনাথ কোন্ গান রচনা করেন, পরবর্তী ষোড়শ পাদটীকায় আলোচনা করা হইবে।

২৪। তপস্বিনী হে ধরণী* — প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬

২৫। বিরস দিন, বিরল কাজ* — প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩

[বিবশ দিন, বিরস কাজ। বিজয়ী। মহুয়া : ১৩৩৬][১২] ৫৫৬

[৩৪] বনে যদি ফুটল কুসুম* — প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯

[৩৫] এসো আমার ঘরে* — প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৫৯

[?] আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়

[আঁধারের লীলা আলোর রঙ্গ বিরঙ্গে। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৭][১৩]

['৩২'] নিশীথে কী কয়ে গেল* — প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৬০

[২৮] আমার প্রাণে গভীর গোপন* — প্রবাসী। শ্রাবণ ১৩৩৩। ৫৫৬

১২ বর্তমান তালিকার '[৩৭]' বাদ দিয়া একাদিক্রমে ২৫টি গান কবি উত্তর-বৈকালীর প্রথমাংশের জন্য লিখিয়া দেন, এ অনুমান সংগত; প্রচারিত বৈকালী খণ্ডিত হওয়াতেই '২৬' সংখ্যা হইতে আমাদের দৃষ্টিগোচর। [৩৭] সংখ্যার গানটি স্থান-বদল করিয়া পরে গিয়াছে, এক পৃষ্ঠাতেও আবদ্ধ থাকে নাই (পূর্ব-বৈকালীতে এক-পৃষ্ঠা-পরিমিত)। উত্তর-বৈকালীর সূচনার ১৪ পাতা বা ২৮ পৃষ্ঠা হারাইয়াছে; এই পৃষ্ঠার হিসাবও ঠিক মিলিবে যদি মনে রাখা যায় 'তোমার বীণা' (৪) গানে ২ পৃষ্ঠা এবং 'চপল তব নবীন আঁখি' (৫) গানে ৩ পৃষ্ঠাই লাগিবার কথা। ('প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে শেষোক্ত রচনা ঠাস-ভাবে লেখায় ২ পৃষ্ঠা হইয়াছে।)

পূর্ব ও উত্তর উভয় বৈকালীর 'যৌথ সম্পদ' স্বদেশে লেখা গান ও কবিতা। সে হিসাবে উত্তর-বৈকালীর যে-দুটি গান পূর্ব-বৈকালীতে প্রত্যাশিত অথচ নাই, প্রথম সূচীপত্রে তাহাদের সংখ্যা— '৩৬' ও '৩৮'। দ্বিতীয় সূচীপত্রে উহাদের স্থান শূন্য।

* ৩২টি গান প্রবাসী পত্রে (আষাঢ়-কার্তিক ১৩৩৩) 'বৈকালী' পর্যায়ে মুদ্রিত। অধিকন্তু ইহার ৩টি গান 'কষ্টিপাথর' অংশে শান্তিনিকেতন পত্র হইতে (নববর্ষ : বৈশাখ ১৩৩৩) পূর্বেই সংকলিত (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩)।

? '৩১' সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া কোন্‌টির নির্দেশ হইতে পারে বলা যায় না। অর্থাৎ, উত্তর-বৈকালীর নষ্ট দুই পাতায় বা চার পৃষ্ঠায় ২৮-৩০ -সংখ্যক তিনটি গান সম্পর্কে অনুমানের ন্যায্যতা থাকিলেও, তাহার বাহিরে আর-একটি সম্পর্কে সংশয় থাকিয়াই যায়। দ্রষ্টব্য প্রথম সূচীপত্রে সংখ্যা '২৮' - '? ৩১' এবং ষষ্ঠ পাদটীকার প্রথম অনুচ্ছেদ।

১৩ শ্রীমতী লীলা মজুমদারের স্বাক্ষরসংগ্রহের খাতায় ৪ ছত্রে প্রথম রচনা ৫ চৈত্র ১৩৩২ তারিখে। সেইটি গান ও কবিতার বীজরূপ। সেই দিনে অথবা দু-এক

[২৯] হার মানালে ভাঙিলে অভিমান* প্রবাসী। আশ্বিন ১৩৩৩। ৮৬০
কালি কলম। শ্রাবণ ১৩৩৩। ২৫৪
[৩০] বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে* প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৩। ১
। নববর্ষ। শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৩৩। ৭০
প্রবাসী। কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩। ৬২১
['৩৩'] পথে যেতে ডেকেছিলে* প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৩। ১
['২৬'] আপনারে দিয়ে রচিলি রে* প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৩। ১
। নববর্ষ। শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৩৩। ৬৯
প্রবাসী। কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩। ৬২১
['২৭'] তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে* প্রবাসী। আষাঢ় ১৩৩৩। ৪০৪
। নববর্ষ। শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৩৩। ৭০
[?] হে চিরনূতন। নববর্ষ। শান্তিনিকেতন। বৈশাখ ১৩৩৩। ৬৯
প্রবাসী। কষ্টিপাথর : শ্রাবণ ১৩৩৩। ৬২১
[?] মরণসাগরপারে* প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৩। ২
(লিপিচিত্র) উত্তরা। কার্তিক ১৩৩৪। ৯৩
পরবাসী চলে এসো ঘরে। প্রবাসী। প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৩। ১
[পরিণামে দুইটি গান : পরবাসী চলে এসো ঘরে ইত্যাদি
এসো এসো প্রাণের উৎসবে ইত্যাদি
একটি স্বাক্ষর-কবিতা : কোথা যাবে সে কি জানা নেই ইত্যাদি]
[৬১] বাঁশি যখন থামবে ঘরে। জন্মোৎসবের দিনে। প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। ৩৭৬
। কবির কামনা। কল্লোল। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। ৭৫
জন্মোৎসবে প্রচারিত লিপিচিত্র : ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩/শান্তিনিকেতন
[৩৯] হে মহাজীবন, হে মহামরণ* প্রবাসী। কার্তিক ১৩৩৩। ২

দিনের মধ্যে (১২ চৈত্রের পরে নয়) যে গীতিকবিতায় উহার পরিণতি, আধার-পাণ্ডুলিপিতে (রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৭) তাহা বিচিত্র রেখাজালে ও মসীবিলেপনে অবলুপ্তপ্রায়। অথচ দেশে থাকিতেই একটি 'গ্রাহ্যপাঠ' লেখা হয় তাহার সাক্ষ্য 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে। বিদেশে উহার আর-এক রূপের উদ্ভব আধার-পাণ্ডুলিপিতেই, তাহা পরবর্তী তৃতীয় সূচীপত্রে পাণ্ডুলিপি-পরিগণিত '৪৭' সংখ্যায় ও ২৩-সংখ্যক পাদটীকায় দেখা যাইবে। গীতবিতানে প্রচল গান-রূপে যাহার সংকলন তাহা আরও পরে (ভাদ্র ১৩৩৫) দেখা দেয় ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে মহুয়া কাব্যের পরিকল্পনা-কালে।

পারম্পর্য হুবহু একরূপ না হইলেও নির্দিষ্ট কাল-সীমার মধ্যে স্বদেশে লেখা একই গান-কবিতার গুচ্ছ পূর্বোত্তর উভয় বৈকালীতে থাকিবার কথা। কিন্তু যে-কোনো কারণে হউক, সে প্রত্যাশার সর্বথা পূরণ হয় না। কেননা—

১ নষ্ট পাতার সংখ্যার সহিত রচনার সংখ্যা মিলাইয়া মনে হয়, পূর্ব-বৈকালীর সুদীর্ঘ কবিতা 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' (বর্তমান সংকলনে ক্রমিক সংখ্যা ৩৯) উত্তর-বৈকালী'তে দেওয়া হয় নাই এবং আমাদের অনুমানে বর্তমান সংকলনের '৩১' '৩২' '৩৩' (প্রথম তথা দ্বিতীয় সূচীপত্রের ২৮, ২৯, ৩০) দেওয়া হইলেও, নটীর পূজার গীতিগুচ্ছের আনুষঙ্গে—

আর রেখো না আঁধারে (পূর্ব-বৈকালীতে নাই)

আঁধারের লীলা
হে চির নূতন
মরণসাগরপারে } (দ্বিতীয় সূচীপত্রে ?-চিহ্নিত)

উল্লিখিত চারিটি গানের ঠিক কোন্‌টি সংকলন করায় উত্তর-বৈকালীতে ৩১ সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাও জানা নাই। একাধিক গানের স্থান ছিল না। '? ৩১' সংখ্যা দিয়া প্রথমটির স্থান দেওয়া হইয়াছে প্রথম সূচীপত্রে।

২ উত্তর-বৈকালীতে থাকিলেও, 'আপনহারা মাতোয়ারা' ও 'আজি এই মম সকল ব্যাকুল' গীতিকবিতা-দুটি (বর্তমান সংকলনের '৪২' ও '৪৩' কিন্তু উত্তর-বৈকালীতে' '৩৬' ও '৩৮' সংখ্যা) পূর্ব-বৈকালীতে দেওয়া হয় নাই; এজন্যই সংকলিত দ্বিতীয় সূচীপত্রে পাওয়া যাইবে না।

৩ বাংলা ১৩৩২ সনের মাঘ শেষ না হইতে 'ওগো জলের রানী' (সংকলিত উভয় সূচীপত্রেই সংখ্যা '৩৭' এবং বর্তমান সংকলনে '২০') লেখা হয় এরূপ অনুমানের কারণ আছে; উহার পুরোগামী গীতিকবিতা না ধরিলেও, রবীন্দ্রনাথের পুরাতন খসড়া-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় উহার পরে, এমন-কি, পূর্বোত্তর বৈকালীতে সংকলিত আরও দুটি গানের পরে লেখা হয়—

সে যে মনের মানুষ কেন তারে ইত্যাদি।

এই গান এবং হয় তো ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'আর রেখো না আঁধারে আমায়' নটীর পূজা'র এই গানটি কোনো বৈকালীতে সংকলন করা হয় নাই। একমাত্র অনবধানই ইহার কারণ হইতে পারে।

শ্রীমতী রমা মজুমদার (কর) -সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের যে পুরাতন খসড়া-

পাণ্ডুলিপির উল্লেখ এইমাত্র করা হইল, তাহাতে বৈকালীর যে কয়টি গান পর-পর পাওয়া যায় তাহার এক তালিকা এখানেই দেওয়া চলে—

সংখ্যা :		বৈকালী	পূর্ব-বৈকালী	বর্তমান
১	ওগো জলের রানী	৩৭	৩৭	২০
২	আপনহারা মাতোয়ারা	৩৬	×	৪২
৩	এসো আমার ঘরে	৩৫	৩৫	২৮
৪	সে যে মনের মানুষ কেন তারে	×	×	×
৫	বনে যদি ফুটল কুসুম	৩৪	৩৪	২৭

সমুদয় বৈকালীর আধার-স্বরূপ যে রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির (অভিজ্ঞান-সংখ্যা ২৭) প্রাসঙ্গিক সূচীপত্র পরে দেওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখা যাইবে, উল্লিখিত গীতপঞ্চকের চতুর্থ বাদ দিয়া চারিটি আছে বিপরীত পারম্পর্যে ; এ কারণে এবং তেমন কোনো কাটাকুটি নাই বলিয়াও মনে হয়, সম্ভবতঃ 'কর-পাণ্ডুলিপি' হইতেই নকল করা হইয়াছে (অনবধানে একটি বাদ পড়িয়াছে ?)— ২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিই উহাদের মূলাধার বা খসড়া-খাতা হইতে পারে না।

২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পূর্ব উত্তর এবং বর্তমান সকল বৈকালীর আধার-পাণ্ডুলিপি-স্বরূপ এবং অধিকাংশ রচনার খসড়া-খাতাও বটে। সেই পাণ্ডুলিপিতে মধ্যে-মধ্যে রচনার তারিখ যেমন দেওয়া আছে,[১৪] কবিতা-গানের পারম্পর্য হইতেও রচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় (কেবল সূচীপত্র-ধৃত '২'—'৫'এর পারম্পর্য উল্টাইয়া লওয়া দরকার কর-পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্য-অনুযায়ী) ; তাহা ছাড়া অন্যান্য সূত্রে অনেক রচনার সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা যায়— এ বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হয় শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের সমকালীন খাতাপত্রে। রবীন্দ্রনাথ নূতন গান রচনা করিয়াই তাঁহার 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথকে অথবা সমীপস্থ অন্য কোনো গায়ক-গুণীকে ডাক দিতেন ওই গান কণ্ঠে ধারণ করিতে ; এজন্য তাঁহাদের সংগৃহীত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে বা খাতা-পত্রে যে তারিখ বা যে সময় জানা যায়, সচরাচর তাহা অভ্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় অনাদিকুমার দস্তিদারের নিকট যে-যে তারিখ জানা গিয়াছে, পরবর্তী সূচীপত্রে তাঁহার নামোল্লেখে বন্ধনী-মধ্যে সেগুলি সংকলন করা হইবে।—

১৪ পরবর্তী সূচীপত্রে যে তারিখের অন্য কোনো সূত্র দেওয়া নাই তাহা সব সময়েই পাণ্ডুলিপি ২৭-ধৃত। সূচীপত্রের প্রথম সারিতে পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ। পরে পাণ্ডুলিপি-গত পারম্পর্যের গণনা কেবল বৈকালী লইয়া। প্রত্যেক ক্ষেত্রে উদ্‌ধৃত সূচনাংশের পাঠ ও বানান পাণ্ডুলিপি-সম্মত।

॥ ৩ ॥ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৭[১৫]

বর্তমান বৈকালী প্রসঙ্গে গান ও কবিতার সামগ্রিক সূচীপত্র

পাণ্ডুলিপি-ধৃত				বর্তমান গ্রন্থে
পৃষ্ঠা	পারম্পর্য	সূচনা	রচনা	ক্রমিক সংখ্যা
1	১	পরবাসী চলে এসো ঘরে শেষ ২ স্তবকের পূর্বে :	২২ মাঘ ১৩৩২	৩৯
4	২	বনে যদি ফুটল কুসুম (৪)[১৬] উত্তর-বৈকালী :	ফাল্গুন ১৩৩২	২৭
5	৩	এসো আমার ঘরে (৩) তদেব :	ফাল্গুন ১৩৩২	২৮
6	৪	আপনহারা মাতোয়ারা (২) তদেব :	ফাল্গুন ১৩৩২	৪২
7	৫	ওগো জলের রাণী (১)[১৬] তদেব :	ফাল্গুন [?] /১৩৩২	২০
8	৬	দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা	১১ ফাল্গুন [১৩৩২]	১
10	৭	ফাগুনের নবীন আনন্দে	১৫ ফাল্গুন ১৩৩২	২
17	৮	অনন্তের বাণী তুমি [বসন্তের দূতী তুমি] রবি/ভারতী :	১৮/২১ ফাল্গুন '৩২	৩

---

১৫ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের এই পাণ্ডুলিপি মূলতঃ ১৯২৬ খৃস্টাব্দের এক ডায়ারি ; এক-এক তারিখে এক-এক পৃষ্ঠা। রচনার খসড়া-খাতা বলিয়া (ব্যতিক্রম সম্ভবতঃ সূচনার ৫।৬টি গীতিকবিতা, বিশেষতঃ সংখ্যা '২'-'৫' / পৃষ্ঠা '4'-'7') কেবল বৈকালীর গান-কবিতা নয়, অন্য কবিতা, বিশেষতঃ লেখন-উদ্দিষ্ট বহু কবিতিকা (লেখন-বহির্ভূত ও স্ফুলিঙ্গ-ধৃত কয়েকটি) ইহাতে স্থান লইয়াছে। রচনারিক্ত বা রচনা থাকিলেও মসীবিলেপনে লুপ্তপ্রায় বা প্রচ্ছন্ন এরূপ পৃষ্ঠা যেমন আছে, ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে এমন পাতার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। বৈকালী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (পৃষ্ঠা '201', অথবা বর্তমান সংকলন-ধৃত আরও ২টি গান ধরিলে পৃষ্ঠা '203'— বৈকালীর সীমা), অর্থাৎ ১৯২৬ সনের শেষে দেশে ফিরিয়া, কবি 'নটীর পূজা'র নবরূপায়ণে মনোনিবেশ করেন ; তাহারও পরে 'নটরাজ' নৃত্যগীতাভিনয়ের কল্পনা কবির মনে আসে— এই পাণ্ডুলিপির বৈকালী-উত্তর অংশে তাহারও সাক্ষ্য আছে।

১৬-১৬ সূচনার পরে পরে বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যা দিয়া যথার্থ পারম্পর্যের নির্দেশ কর-পাণ্ডুলিপি -অনুসারে। পরবর্তী রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির তালিকায় কর-পাণ্ডুলিপির উল্লেখ প্রথমেই আছে। অন্তত এই গীতচতুষ্টয় সম্পর্কে উহাকেই পূর্বতন আধার-পাণ্ডুলিপি বলিতে হয়। ২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে নকল করিবার কালে বিন্যাসের বিপর্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ কালক্রমের বৈপরীত্য ; নকল বলিয়াই কাটাকুটি

নাই বলিলে চলে। এখন দেখিতে হইবে— আলোচ্য গীতচতুষ্টয়ের যে গান 'ওগো জলের রানী' কর-পাণ্ডুলিপি অনুসারে অগ্রগণ্য, ফাল্গুনে তাহা লেখা হয় কি না সন্দেহ। সংকলিত দ্বিতীয় সূচীপত্রে '১৯' ও '২০'র অন্তর্বর্তী [৩৭] সংখ্যায় দেখা যাইবে ভারতীতে ১৩৩২ সনের কার্তিক-অগ্রহায়ণে ইহার প্রথম প্রকাশ এবং প্রবাসী পত্রের 'কষ্টিপাথর' অংশে পরবর্তী ফাল্গুনেই সংকলন। গানটি ফাল্গুনে লেখা ও ছাপা হইলে, ফাল্গুনের প্রবাসীতে তাহার সংকলন আশা করা যায় না। প্রচলিত গীতবিতান-৩ -অনুসারে, কবির 'দালিয়া' ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া যে নাটক রচনার সংকল্প ছিল, ইহা তাহারই প্রস্তাবনা-গীত।

অবশিষ্ট তিনটি গানের সহিত পরের দুটি গান যোগ করিয়া একটি গুচ্ছ বাঁধিলে দেখা যায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (আশ্বিন ১৩৬৮) গ্রন্থ-অনুসারে সব-ক'টি গান (২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে 6, 5, 4, 8 এবং 10) ত্রিপুরায় বা আগরতলায় লেখা। 'রবি' ত্রৈমাসিক অনুযায়ী (একাদশ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আগরতলায় কবির এই স্থিতিকাল ১০-১৪ ফাল্গুন ১৩৩২। এই গুচ্ছের শেষ গানের তারিখটি বিশেষ উপলক্ষ্যের দ্যোতক, র চ না র নয় তাহা জানা যাইবে পরবর্তী রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিবরণে (সংখ্যা ২)। বর্তমান গ্রন্থের '৯৯' পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭ দ্রষ্টব্য শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ -প্রণীত : বাইশে শ্রাবণ (১৩৭৩), পৃ ৩৪-৩৭

34	২১	সেই ভালো সেই ভালো	… …	১৫
37	২২	অনেক কথা যাও যে বলে	[অনাদি : ২১ চৈত্র ১৩৩২]	১৬
38	২৩	দে পড়ে দে আমায় তোরা	… …	১৭
39	২৪	পাতার ভেলা ভাসাই নীরে	… …	১৮
40	২৫	এবার এল সময় রে তোর	[অনাদি : সকাল ২৩ চৈত্র ১৩৩২]	১৯
43	২৬	শেষ বেলাকার শেষের গানে	[অনাদি : ২৫ চৈত্র ১৩৩২]	২১
44	২৭	আধেক ঘুমে নয়ন চুমে	… …	২২
45	২৮	এ পথে আমি যে	… …	২৩
47	২৯	আমার প্রাণে গভীর গোপন	… …	৩১
48	৩০	হার মানালে ভাঙিলে অভিমান	[অনাদি : সকাল ২৭ চৈত্র ১৩৩২]	৩২
49	৩১	দিন পরে যায় দিন	… …	২৪
51	৩২	বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে	… …	৩৩
52	৩৩	আপনারে দিয়ে	উত্তর-বৈকালী : ১ বৈশাখ ১৩৩২	৩৫
53	৩৪	তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে	তদেব : ১ বৈশাখ ১৩৩২	৩৬
54	৩৫	হে চিরনূতন	… …	৩৭
55	৩৬	মরণসাগরপারে তোমরা অমর	…	৩৮
56	৩৭	তপস্বিনী হে ধরণী	… …	২৫
56	৩৮	বিরস দিন, বিরল কাজ	… …	২৬
59	৩৯	নিশীথে কি কয়ে গেল মনে	উত্তর-বৈকালী : ৭ বৈশাখ ১৩৩৩	৩০
61	৪০	আর রেখো না আঁধারে[১৮]		
62	৪১	আজি এই মম সকল ব্যাকুল	উত্তর-বৈকালী : বৈশাখ ১৩৩৩	৪৩
65 (62)	৪২	আমায় ক্ষম হে ক্ষম[১৯]		
67	৪৩	পথে যেতে ডেকেছিলে	উত্তর-বৈকালী : ৮ বৈশাখ ১৩৩৩	৩৪

---

১৮ 'নটীর পূজা' গীতিগুচ্ছের অন্যতমরূপে বৈকালীতে সংকলন প্রত্যাশিত। অথচ পূর্ব-বৈকালীতে নাই, উত্তর-বৈকালীতে ছিল কি না নিশ্চিত বলা যায় না।

১৯ নটীর পূজা'র বহুখ্যাত গান। 'ডায়ারি' হইতে এক পাতা ছিঁড়িয়া ফেলায় উহার পূর্বপাঠের (যেটি উত্তর-বৈকালীতে সংকলিত / বর্তমান সংকলনে '৪৩') মুখা-মুখি আসিয়া গিয়াছে এবং শেষ স্তবকও লেখা হইয়াছে '62' পৃষ্ঠার নিম্নভাগে। এই উত্তর পাঠ নাট্যগরিমায় বহুপ্রচারিত ও আদৃত হওয়াতেই বোধ করি স্বতন্ত্র কাব্যে সংকলনের ইচ্ছা কবির ছিল না। কিন্তু পূর্বপাঠ সম্পর্কে সে কথা বলা

চলে না ; এজন্যই পূর্ব-বৈকালীতে না দিলেও উত্তর-বৈকালীতে কবি এটি স্মরণ করিয়াছেন—ঈষৎপরিবর্তিত পাঠ পরে (আশ্বিন ১৩৩৬) মহুয়া'র অঙ্গীভূত।

২০ নটীর পূজা'র গান এই পাণ্ডুলিপিতে এখানে শেষ হয়। কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে, শান্তিনিকেতন আশ্রমে, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখের সন্ধ্যায় ইহার প্রথম অভিনয়। শ্রীমতীর ভূমিকায় শ্রীমতী গৌরীদেবী (বসু)। কবি-কর্তৃক ইহার রচনা ও নাট্যপ্রস্তুতি সম্পর্কে নানা কথা রবীন্দ্রজীবনীতে ও অন্যত্র জানা যায়। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ বলেন (কবির সঙ্গে য়ুরোপে / ১৩৭৬ / পৃ ৫) : 'দেখতে দেখতে তিন দিনের মধ্যে 'নটীর পূজা' খাড়া হয়ে উঠল ।··· তিন দিনের দিন পড়া শেষ হলে··· রিহার্সেলের পালা। পঁচিশে বৈশাখ সন্ধ্যেবেলা 'কোণার্ক' বাড়ীটার চাতালে···' প্রথম অভিনয়, কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে। / অনুমান হয়, নাটকে প্রযুক্ত কতকগুলি গান হয়তো অন্তরের অন্যবিধ প্রেরণায় আগেই লেখা হয় ; ১৩৩৩ বৈশাখের শান্তিনিকেতন পত্রে 'নববর্ষ' শিরোনামে যে কয়টি গান প্রকাশিত তন্মধ্যে রহিয়াছে 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে' ও 'তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে' (বর্তমান সংকলনে '৩৩' ও '৩৬')।

২১ বৈকালী-ধৃত স্বদেশে লেখা গান-কবিতার পর্যায় শেষ হয় এই 'দিনাবসান' কবিতার ৫ স্তবকে। তন্মধ্যে তৃতীয় স্তবক কাটিয়া দেন কবি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে, এরূপ দেখা যায়। 'প্রবাসী' পাণ্ডুলিপিতে (পূর্ব-বৈকালী) ত্যাগ করেন শেষ স্তবক। আর, পরিশেষ কাব্যে (সম্ভবতঃ উত্তর-বৈকালীতেও) চতুর্থ স্তবক বর্জিত। বৈকালীর বর্তমান সংস্করণে সব-ক'টি স্তবক যথোচিত পারম্পর্যে সংকলিত।

২২ রচনা 'রোহিত সাগর' পার হওয়ার কালে ইহা জানা যায় বৈকালীর লেখাঙ্কনে। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির পাঠে 'মাঘের বিদায়ক্ষণে' ইত্যাদি ৬ ছত্র মূল কবিতায় পরে অনুপ্রবিষ্ট ; তাহার স্থান, অবিকল যেমন দেখা যায় পরিশেষ কাব্যে ; শেষ পৃষ্ঠায় 'সুখী হও [করো]··· রচি লহ নৈবেদ্যের মালা।' এই ৬ ছত্র তারিখ লেখার পরে সংযোজিত, হয়তো বা ঐ দিনেই রচিত।

২৩ পুরাতন রচনার নূতন পাঠ সন্দেহ নাই। বর্তমান সূচীপত্রে '19' পৃষ্ঠায় ইহার পূর্বস্থান নির্ধারিত। এ সম্পর্কে পুরোগামী ত্রয়োদশ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপিতে

145 ৪৭ তদেব : 'লাঞ্ছিত' ইংরেজি রূপান্তর : ১৭ জুলাই ১৯২৬ [১ শ্রাবণ ১৩৩৩]

151 ৪৮ সে কোন্ পাগল[২৪] ৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [২২ ভাদ্র ১৩৩৩] ৪৫

152 ৪৯ কার চোখের চাওয়ার[২৪] ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [২৩ ভাদ্র ১৩৩৩] ৪৬

153 ৫০ রয় যে কাঙাল[২৪] ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [২৪ ভাদ্র ১৩৩৩] ৪৭

154 ৫১ ছুটির বাঁশি বাজল যে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৩১ ভাদ্র ১৩৩৩] ৪৮

157 ৫২ [আকাশ, তোমায় কোন্][২৫] বসুমতী : তদেব [৩১ ভাদ্র ১৩৩৩] ৪৯

158 ৫৩ তোর ভিতরে জাগিয়া বসুমতী : ১৮ সেপ্টেম্বর '২৬ [১ আশ্বিন '৩৩] ৫০

161 ৫৪ নাই নাই ভয় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [১ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫১

163 ৫৫ আমার মুক্তি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [২ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫২

165 ৫৬ সকাল বেলার আলোয় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৩ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৩

167 ৫৭ ভালো লাগার শেষ যে [মধুর, তোমার শেষ যে]
২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৪ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৪

168-69 ৫৮ চাহিয়া দেখো রসের ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৭ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৫

171 ৫৯ পুপে,] তুমি উষার সোনার বিন্দু তদেব [৭ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৬

172 ৬০ আপন গানের টানে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ [৮ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৭

175 ৬১ আপ্নি আমার কোন্খানে ৬ অক্টোবর ১৯২৬ [১৯ আশ্বিন ১৩৩৩] ৫৮

177 ৬২ ওগো সুন্দর, একদা কি জানি ১১ অক্টোবর ১৯২৬ [২৪ আশ্বিন '৩৩] ৫৯

179 ৬৩ কোথায় ফিরিস ১২ অক্টোবর ১৯২৬ [২৫ আশ্বিন ১৩৩৩] ৬০

181 ৬৪ আকাশে তোর তেমনি ২০ অক্টোবর ১৯২৬ [৩ কার্তিক ১৩৩৩] ৬১

183 ৬৫ পথ এখনো শেষ হল না ২৭ অক্টোবর ১৯২৬ [১০ কার্তিক ১৩৩৩] ৬২

185 ৬৬ দিনের বেলায় বাঁশি ৩০ অক্টোবর ১৯২৬ [১৩ কার্তিক ১৩৩৩] ৬৩

187 ৬৭ পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়[২৬] ৯ নবেম্বর ১৯২৬ [২৩ কার্তিক ১৩৩৩] ৬৪

197 ৬৮ তব অমূর্ত্ত বাণী [অরূপ, তোমার বাণী]
২১ নবেম্বর ১৯২৬ [৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩] ৬৫

পরবর্তী ভাষান্তর বা রূপান্তর (মধ্যে অন্য লেখা নাই) আদ্যন্ত বর্জনচিহ্নিত ; সম্ভবতঃ সেই পাঠ অপ্রকাশিত : **The frolic of light in the sky of darkness etc.**

২৪ রচনার স্থান-কাল-সহ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের হাতে লেখা।

২৫ কাগজের অপর পিঠে মসীবিলেপন-হেতু সূচনার কয় ছত্র দুষ্পাঠ্য।

২৬ ধুয়ায় ফিরিয়া আসার আগে এই গানের সর্বশেষ পদে একটি পাঠপ্রমাদ তথা

199 ৬৯	বাঁশি আমি বাজাই নি কি	২৪ নবেম্বর ১৯২৬ [৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩]	৬৬
201 ৭০	ক্ষত যত ক্ষতি যত	২৫ নবেম্বর ১৯২৬ [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩]	৬৭
203 ৭১	যা পেয়েছি প্রথম দিনে	তদেব [৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৩]	৬৮

পূর্ব-বৈকালীর গীতিকবিতাবলীর সাময়িক পত্রে প্রচার তালিকাবদ্ধ হইয়াছে দ্বিতীয় সূচীপত্রে। অন্যান্য গানের সাময়িক পত্রে প্রচার তৃতীয় সূচীপত্রে নাই; পাণ্ডু.-পারম্পর্যের ও বর্তমান গ্রন্থের ক্রমিক সংখ্যা -সহ এখানে দেওয়া গেল—

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৭		সাময়িক পত্রে প্রচার	বর্তমান গ্রন্থে
৪৮-৫৫	গীতাষ্টক	মাসিক বসুমতী। বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ২-৪	৪৫-৫২
৫৬-৫৮, ৬০-৬১	গীতপঞ্চক	সবুজ পত্র। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, পৃ ১৮৯-৯২	৫৩-৫৫, ৫৭-৫৮
৬২-৬৪	গান	উত্তরা। মাঘ ১৩৩৩, পৃ ৩৭৫-৭৬	৫৯-৬১
৬৫-৬৭	গান	উত্তরা। ফাল্গুন ১৩৩৩, পৃ ৪৩৭-৩৯	৬২-৬৪
৬৮-৬৯	গান	উত্তরা। চৈত্র ১৩৩৩, পৃ ৪৯১-৯২	৬৫-৬৬
৭০	গান	উত্তরা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, পৃ ৬১৯	৬৭
৭১	গান	উত্তরা। বৈশাখ ১৩৩৪, পৃ ৫৫১	৬৮

প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

বৈকালী-সম্পর্কিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি কোথায় কী আছে, যত দূর জানা যায়, তাহার কালক্রমিক তালিকা এখানে দেওয়া গেল—

১ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। রমা কর -সংগ্রহ। শ্রীমতী রমা মজুমদার (কর) ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের বংশধরগণের সম্পত্তি। আলোকচিত্রে যে গানগুলি দেখা যায়, বর্তমান সংকলনে সংখ্যা : ২০, ২৭, ২৮ ও ৪২।

২ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। শ্রীমতী রেবা মহলানবিশ (সরকার) ও শ্রীসুশোভন সরকার -সংগ্রহ। কলিকাতা। বর্তমান সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় গান, প্রত্যেকটির

মুদ্রণপ্রমাদ দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে : ডালে / রবীন্দ্রসদনের আলোচ্য পাণ্ডুলিপি ও ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি তথা মহলানবিশ-সংগ্রহের স্বতন্ত্র রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি এই সব-ক'টির অনুসারে উহা 'তালে', বৈকালীর লেখাঙ্কন মনোযোগ দিয়া দেখিলে অন্যরূপ নহে আর উত্তরা মাসিক পত্রেও ঐ পাঠই পাওয়া যায় ১৩৩৩ ফাল্গুনে।

দুইটি পাঠ, প্রত্যেকটি স্বাক্ষরিত এবং দ্বিতীয় গানের উভয় পাঠই '১৫ ফাল্গুন ১৩৩২' এই তারিখ-যুক্ত। আনুষঙ্গিক তথ্য না জানিলে এই তারিখ কিন্তু প্রমাদজনক। শ্রীসুশোভন সরকারের চিঠিতে (৮. ৪. ১৯৭৪) জানা যায়, শ্রীমতী রেবার সহিত ওই তারিখে (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬/১৫ ফাল্গুন ১৩৩২ ফাল্গুনপূর্ণিমা) তাঁহার বিবাহ হয় এবং ওই সময় রবীন্দ্রনাথ 'যত দূর মনে পড়ে, আগরতলায় ছিলেন। গান দু'টি পাঠিয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদ হিসাবে— বিবাহসভায় গান দুটি ছেপে অতিথিদের দেওয়া হয়েছিল।' অর্থাৎ, '১৫' তারিখটি রচনার দিন নয়, ১১ বা ১২ হইতে বোধ করি বাধা নাই। '১৬-১৬' সংখ্যার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। বাহুল্য হইলেও বলা থাক্, যে-কোনো গানের একটি পাঠের সহিত আর-এক পাঠের হুবহু মিল নাই এবং গীতবিতান-ধৃত প্রচল গানের পাঠও পৃথক্। তবে কোনো পাণ্ডুলিপিতেই 'দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা' গানে অধিক পাঠভেদ ঘটে নাই, বিশেষতঃ গীতবিতানে ও 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য আসলে নাই।

৩ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৭। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন। ইতঃপূর্বে দেখানো হইয়াছে, ইহাই পূর্বাপর সকল বৈকালীর সমুদয় রচনার বিশেষ আধার-পাণ্ডুলিপি।

৪ নটীর পূজা'র প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি। অভিজ্ঞানসংখ্যা ৪৩ ও ২৫৫ক-২৫৫খ। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন। ২৫৫ক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানপত্র বা বিষয়বিবরণ বলা যায়। অন্য দুই পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান সংকলনের ৩০ ও ৩৬ / দ্বিতীয়ে ৩০, ৩৩ ও ৪৪ / তৃতীয়ে ৩০, ৩৪, ৩৬ ও ৪৪ —এই সংখ্যায় নির্দিষ্ট গানগুলি দেখা যায়।

৫ নটীর পূজা। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, প্রায় সম্পূর্ণ। নাটকের সূচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের হাতে পত্রাঙ্ক (পৃষ্ঠাঙ্ক নয়) ৩৪ অবধি ; তন্মধ্যে '১৮' '১৯' ও '২৫' অঙ্কিত পাতা (পৃষ্ঠা নয়) যদি থাকিয়া থাকে, ইহাতে নাই। মুদ্রণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিষয়সূচনার পূর্বে অন্য-রচনা-রিক্ত একখানি পাতায় দেখা যায়— শান্তিনিকেতনে '২৫শে বৈশাখ ১৩৩৩' তারিখে কবি ইহা 'পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী গৌরী'কে দেন, 'নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে' এই সুপরিচিত মাঙ্গলিক কবিতায়। শান্তিনিকেতনে শ্রীমতী গৌরী দেবী ও শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জের সংগ্রহ। ইহাতে বর্তমান সংকলনের ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৬ ও ৪৪ সংখ্যায় নির্দিষ্ট গানগুলি দেখা যায়।

৬ 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে শ্রীমতী শান্তা নাগ -কর্তৃক উপহৃত। ইহাকে পূর্ব-বৈকালী বলা হইয়াছে। বর্তমান সংকলনের ১ হইতে ৪০ অবধি সংখ্যায় নির্দিষ্ট, তাহা ছাড়া ৪৪-সংখ্যক গানের আধার-পাণ্ডুলিপি। '৪০' সংখ্যার শেষ স্তবকটি এই পাণ্ডুলিপিতে নাই— পূর্বমুদ্রিত (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩) ও

প্রচারিত (পৌষ ১৩৫৮) বৈকালী হইতে এই সংকলনে গৃহীত ; পূর্বমুদ্রিত ও প্রচারিত গ্রন্থে অন্য স্তবকগুলি যে পাতায় ছিল তাহা পাওয়া যায় নাই। দশম পাদটীকার প্রথম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৭ মহলানবিশ-সংগ্রহ। কলিকাতা। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ খৃষ্টীয় ১৯২৬ সনে কবির য়ুরোপ-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন।[২৭] যে গীতিকবিতাবলীর স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি ইঁহাদের সংগ্রহে আছে, যেগুলির আলোকচিত্র দেখিবার ও বর্তমান সংকলনে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সংখ্যা : ৪৫-৪৭ ও ৫৯-৬৮, তাহা ছাড়া ৬৫-সংখ্যক গানের পূর্বপাঠ বা পূর্বাভাস।

৮ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ -সংগ্রহ। কলিকাতা। বিভিন্ন সময়ে যে গানগুলি ছাপা হয় সবুজ পত্রে, তাহারই সংগ্রহ। তন্মধ্যে যেগুলির আলোকচিত্র দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, বর্তমান সংকলনে তাহাদের সংখ্যা : ১ এবং ৫৩-৫৫, ৫৭-৫৮।

৯ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১২৭। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন। ইহা মহুয়া কাব্যের অন্যতম আধার-পাণ্ডুলিপি। সম্ভবতঃ মহুয়ার অঙ্গীভূত করার উদ্দেশে বর্তমান সংকলনের এই গীতিকবিতাবলি ইহাতে লেখা হয় বা কম-বেশি রূপান্তরিত হয় : সংখ্যা ৫, ২৬, ৭-১০, ২৯, ৪৩, ৪৬, ৪৭ ও ৬৪। তন্মধ্যে কেবল ৪টি কার্যতঃ মহুয়া কাব্যে গৃহীত—

	বর্তমান সংকলনে
ভোরের পাখী নবীন আঁখি / চপল তব নবীন আঁখি	(৫)
অজানা জীবন বাহিনু / জানি, তোমার অজানা নাহি গো	(৮)
বিবশ দিন, বিরস কাজ / বিরস দিন, বিরল কাজ	(২৬)
আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার / আজি এই মম সকল ব্যাকুল	(৪৩)

এবং প্রচল গীত -রূপে এই পাণ্ডুলিপিরই আর-একটি, গীতবিতানে—

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায় লেখায়	(২৯)

—ইহার পরবর্তী বিভিন্ন ছত্রে পাঠভেদ প্রচুর।

২৭ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের হাতের লেখায় ৩টি গান যেমন আছে আধার-পাণ্ডুলিপিতে (বর্তমান সংকলনে সংখ্যা ৪৫-৪৭) তেমনি আর-কতকগুলি গানের নকল তিনি করেন রচনাকালেই স্বতন্ত্রভাবে (সংখ্যা ৪৫-৫৮) ; তন্মধ্যে শেষ ৪টি ব্যতীত প্রত্যেকটি কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত— কেবল লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শেষ রচনায় 'বেলা কখন্ যায় গো বয়ে··· মূলতানে ॥' এই শেষ কলি ও রচনার স্থান-কাল কবির স্বহস্তে লেখা।

রবীন্দ্ররচনায়, গানে কবিতায়, পাঠভেদের অন্ত নাই বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। তাহার পঞ্জীকরণের শুভসূচনা হইয়া থাকিলেও, সর্ব স্তরে 'সামগ্রিক' অথবা সর্বাঙ্গীণ পাঠপঞ্জীপ্রণয়নের সময় সুযোগ অথবা সম্ভাবনা এখন নাই। ১৩৭৪ বৈশাখে সাপ্তাহিক দেশ পত্রের 'সাহিত্যসংখ্যা'য় উত্তর-বৈকালীর সহজলভ্য পুনঃপ্রচার উপলক্ষ্যে বৈকালী লইয়া পর্যালোচনা করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন; শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে তিনি উত্তর ও পূর্ব উভয় বৈকালীর বহু পাঠভেদের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। এ কাজে প্রচুর যত্ন পরিশ্রম অভিনিবেশ ও অভিজ্ঞতা যেমন প্রয়োজন, এজন্য বহুবিধ উপকরণেরও একত্র সমাহার হওয়া চাই। পূর্বোক্ত দেশ পত্রে (পৃ ৫৭) তাহার তালিকা এরূপ—

১ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি

২ প্রাসঙ্গিক সাময়িক পত্র

৩ গীতসংগ্রহের বিভিন্ন সংস্করণ

৪ স্বরলিপি-সংকলনের বিভিন্ন সংস্করণ

৫ বিভিন্ন নাটক— নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ যাহাতে বৈকালীর গানের ব্যবহার

৬ এতৎসম্পর্কিত নাট্যাভিনয়ের অভিনয়পত্রী

৭ বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে মুদ্রিত গীতসূচী বা গান

৮ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন গ্রন্থের প্রেস-কপি, কবি-কর্তৃক সংশোধিত নির্দেশাদি

৯ গীতশিক্ষার্থীদের সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা কাগজ বা 'কার্ড্'।

অতঃপর শ্রীপুলিনবিহারী সেন সত্যই বলেন, সম্ভবতঃ এ তালিকা আরও বাড়ানো যায়।[২৮]

যাহা হউক, বৈকালী সম্পর্কে যাঁহারা সেরূপভাবে পর্যালোচনা করিতে প্রস্তুত ও আগ্রহী, দেশ পত্রে ওই আলোচনা ও প্রাথমিক পাঠপঞ্জী তাঁহাদের অবশ্য-দ্রষ্টব্য। বর্তমান গ্রন্থে বিস্তারিত পাঠভেদ- সংকলনের অবকাশ নাই, কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বৈকালীর কয়েকটি গান-কবিতা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইল।—

---

২৮ দেশ পত্রের বক্তব্য-সংকলন, ভাষা নয়।

বলা আবশ্যক যে, বর্তমান সংকলনে ৪০ ও ৪১ সংখ্যা দিয়া নির্দিষ্ট দুইটি কেবল কবিতা ; পরে (ভাদ্র ১৩৩৯) পরিশেষ কাব্যে অভীপ্সিত পরিবর্তনে ও শিরোনাম-যোগে গৃহীত—

আশ্রমবালিকা : আশ্রমের হে বালিকা

দিনাবসান : বাঁশি যখন থামবে ঘরে

পরিবর্তন সম্পর্কে ৯ ও ১০ -সংখ্যক পাদটীকায় বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়টির সাময়িক প্রচার (বহুবার) সম্পর্কে জানা যাইবে দ্বিতীয় সূচীপত্রের একোনশেষ উল্লেখে।

২

দুইটি সংকলন মূলতঃ কবিতা হইলেও গানে পরিণতি লাভ করে ; তন্মধ্যে একটির (বর্তমান সংকলনে পঞ্চম : চপল তব নবীন আঁখি দুটি) প্রথম স্তবকে ভাষার কোনো পরিবর্তন না করিয়াই সুর দেওয়া হয় কিন্তু অপরটি হইতে বিচিত্রভাবে দুইটি গানের (অধিকন্তু একটি স্বাক্ষর-কবিতার) উদ্ভব হয় কিভাবে, তাহা কৌতূহলজনক। গান-দুইটি প্রচল গীতবিতান হইতে উদ্‌ধৃত করা যাইতেছে।—

বর্তমান সংকলনে ৩৯ সংখ্যায় নির্দিষ্ট

পরবাসী চলে এসো ঘরে

গান ১ :

পরবাসী, চলে এসো ঘরে ১
অনুকূল সমীরণভরে। ২
ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাপার ৩
সারিগান উঠিল অম্বরে॥ ৪
আকাশে আকাশে আয়োজন, ৫
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ। ৬
মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া ৭
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে॥ ৮

কবিতার ছত্র ১ ও ২, গানেও সেইরূপ। কবিতার তৃতীয় স্তবকের শেষ ৩ ছত্র, গানে ছত্র ৩-৪ রূপে সাজানো হইয়াছে। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের ছত্র ১-২, গানে ছত্র ৫-৬। কবিতার চতুর্থ স্তবকের ছত্র ৩-৪, গানে ছত্র ৭ এবং ওই স্তবকের শেষ ছত্রে 'পরবাসী' যখন 'নির্বাসিত' রূপ ধরিল সেটি এই গানের শেষ ছত্র।

গান ২ :

এসো এসো প্রাণের উৎসবে, ১
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে, ২
পাখির প্রভাতী গানে এসো এসো পুণ্যস্নানে ৩
আলোকের অমৃতনির্ঝরে ॥ ৪
এসো এসো তুমি উদাসীন। ৫
এসো এসো তুমি দিশাহীন। ৬
প্রিয়েরে বরিতে হবে, বরমাল্য আনো তবে— ৭
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে ॥ ৮
দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে— ৯
বীর, তুমি বক্ষে লহো তারে। ১০
পথের কণ্টক দলি এসো চলি, এসো চলি ১১
ঝটিকার মেঘমন্দ্র স্বরে ॥ ১২

কবিতায় সপ্তম অষ্টম ও নবম স্তবকই যথাক্রমে এই গানে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক। গানের প্রথম ছত্রে 'প্রাণের', কবিতায় অনুরূপ স্থলে : মাটির / গানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ উভয় ছত্রের সূচনাতেই 'এসো' কিন্তু কবিতায় : ফিরে / গানের দশম ছত্রে 'বক্ষে লহো' হইলেও কবিতায় অনুরূপ স্থলে : বরি' লহো /

এই কবিতার আধারে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বাক্ষর-কবিতা লিখিয়া দেন শ্রীশ্রীপতি বসুকে ; উত্তরকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় (রবিবার। ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮) ও ১৩৭১ সনের '২৫ বৈশাখ' উৎসবপত্রে (বিশ্বভারতী) ইহার লিপিচিত্র প্রকাশিত :

স্বাক্ষর-কবিতা

কোথা যাবে সে কি জানা নেই ? ১
যেথা আছ ঘর সেখানেই।
মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।
আঙিনায় আঁকা আল্পিনা
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলন ঘরের বাতি
জ্বলে অমলিন ভাতি ৯
সারারাতি জানালার পরে। ১০

এসো এসো উদাসীন ১১
এসো এসো দিশাহীন ১২
পরবাসী চলে এসো ঘরে। ১৩

২৫ বৈশাখ। ১৩৩৮

মূল কবিতার চতুর্থ-পঞ্চম স্তবক লইয়া ইহার ছত্র ১-১০। তন্মধ্যে নবম ছত্রের 'অমলিন', মূলতঃ ছিল : অনিমেষ / পূর্ব কবিতার অষ্টম স্তবকের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র হইতে এ কবিতার ছত্র ১১-১২ ; পরিবর্তন হয় পুরোগামী গানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রের ধাঁচে, অধিকন্তু 'তুমি' বর্জিত হইয়াছে। মূল কবিতার প্রথম ছত্রই স্বাক্ষর-কবিতার শেষ ছত্র।

৩

বৈকালীর কয়েকটি গান আশীর্বাদজ্ঞাপক কবিতা রূপে ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে বা সাময়িক পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। গান হইতে কবিতায় অথবা কবিতা হইতে গানে রূপান্তর, ইহাতে সময়ের বিশেষ ব্যবধান না'ও থাকিতে পারে অথবা সব কয়টি কবিমানসে মূলতই গান এরূপ হইতে পারে। তুলনীয় বর্তমান সংকলনে—

তৃতীয় : নববধূ

বসন্তের দূতী তুমি, ফাল্গুনের কুসুম-উৎসবে
আনন্দের দান তব পরিপূর্ণ করি দিবে কবে? ২
বকুলবীথিকাতলে ৩
বিহরিবে লীলাচ্ছলে, ৪
আকুল কুন্তলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।
তৃণহিল্লোলিত পথে মঞ্জীরের কল্লোলগুঞ্জন ৬
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিবে নিকুঞ্জের নিভৃত স্বপন। ৭
আকাশে তোমার আঁখি ৮
কে ভুলায়ে লবে ডাকি, ৯
ধেয়ানে দেখিতে পাবে দিকে দিকে হৃদয়বল্লভে।

২১শে ফাল্গুন। ১৩৩২ —ভারতী, চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৪৬৭

আগরতলা হইতে প্রচারিত ত্রৈমাসিক রবি পত্রে (চৈত্র ১৩৩২, পৃ ৩৮০) 'গান' শিরোনামে ও বিচিত্র পাঠান্তরে ইহারই প্রকাশ : ছত্র ২, 'দান তব' স্থলে : সুধাপাত্র / ছত্র ৩-৪, শেষ পদটি না ধরিলে : বঞ্জুলনিকুঞ্জতলে / সঞ্চরিবে / ছত্র ৬ : চঞ্চল মঞ্জীরঘাতে মুখর কল্লোলগুঞ্জরণ / ছত্র ৭, 'দিবে নিকুঞ্জের' স্থলে : দেবে অরণ্যের / ছত্র ৮-৯ : নয়নপল্লবে হাসি / হিল্লোলি উঠিবে ভাসি / রচনাকালের নির্দেশ : ১৮ই ফাল্গুন ১৩৩২।

দ্বিতীয় : কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেবাকে

আশীর্ব্বাদ

ফাগুনের নবীন আনন্দে
বাণী মোর গাঁথিলাম ছন্দে। ২
পথ হতে নিক্ তুলি ৩
পাখীর কাকলীগুলি, ৪
ভরা হোক্ বকুলের গন্ধে ॥ ৫
চলে যাক্ মিলনের পান্থ ৬
দখিনের বাতাসে অশান্ত। ৭
তারি হাতে হোক্ লেখা ৮
পলাশের রাঙা রেখা ৯
সুভাগিনী, তোমার সীমন্তে। ১০

১৫ [১১।১২ ?] ফাল্গুন। ১৩৩২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুরূপ আশীর্বচন, স্বাক্ষর ও রচনার তারিখ -সহ ইহার অপর যে পাঠ, তাহাতে বৈকালীর ও গীতবিতানের পাঠের সহিত সাদৃশ্য অধিক। যাহা হউক, উল্লিখিত পাঠের তুলনায় ছত্র ২, 'বাণী মোর' স্থলে : গানখানি / ছত্র ৩ : দিলো তারে বনবীথি / ছত্র ৪, 'গুলি' স্থলে : গীতি / ছত্র ৫, 'হোক্' স্থলে : হোলো / ছত্র ৬-১০, বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তবকের ছত্র ১-৫ -সদৃশ। 'আশীর্ব্বাদ' কবিতার এই দ্বিতীয় পাঠে ধুয়াটির (সব পাঠেরই প্রথম ছত্র) পুনরাবৃত্তি দুইবার ; অনুরূপ দুই স্থলে বর্তমান গ্রন্থে শুধু : মধুর বসন্তে ॥

প্রথম : বাব্‌লিকে

ফুট্‌ল রসের দোলন চাঁপা / হৃদয়আকাশে।
দোল ফাগুনের চাঁদের মতন / সুধায় মাখা সে ॥ ইত্যাদি

ইহার দ্বিতীয় পাঠের শিয়রে আছে : আশীর্ব্বাদ / বাব্‌লিকে / (শ্রীমতী রেবা সরকার।) প্রথম ছত্রে 'ফুটল রসের' স্থলে : দোলে প্রেমের (বর্তমান গ্রন্থে অনুরূপ) / দ্বিতীয় ছত্রে 'মতন' স্থলে : আলোয় (বর্তমান গ্রন্থে : আলোর)— ইহা ছাড়া পাঠভেদ নাই। গ্রন্থের পাঠ গীতবিতানের সদৃশ, প্রথম পদের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি 'গায়কি'র অঙ্গ।[২৯]

---

২৯ সংকলনের প্রথম ও দ্বিতীয় গানের তুলনা ব্যাপারে, পুরোগামী পাণ্ডুলিপির তালিকায় ও বিবরণে দ্রষ্টব্য, সংখ্যা-২।

৪

কোনো কোনো গানের প্রথম ছত্রেই চমৎকারজনক পাঠভেদ ঘটিয়াছে উত্তরকালে। যেমন বর্তমান সংকলনের

৫২) 'আমার মুক্তি গানের সুরে' পরে হয় : আমার মুক্তি আলোয় আলোয় / গীতবিতান দ্রষ্টব্য। ইহার পরের অংশেও অনেক পরিবর্তন আছে।

৫৪) 'ভালো লাগার শেষ যে না পাই' পরে হয় : মধুর, তোমার শেষ যে না পাই / অন্যান্য ছত্রে পাঠভেদ নাই।

৬৫) বৈকালী-ধৃত 'তব অমূর্ত্ত বাণী

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার / মূর্ত্তি পেয়েছে জানি।'

গীতবিতানে : অরূপ তোমার বাণী

অঙ্গে আমার চিত্তে আমার / মুক্তি দিক সে আনি।

পরের দুইটি ছত্রে যৎসামান্য আরও পাঠভেদ আছে, পাঠক তুলনা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ব্যালাটন ফ্যুরেডের আরোগ্যভবন হইতে মুক্তিলাভের পূর্বেই ইহার যে পূর্বাভাস কবি-মানসে ও লেখনীতে আসে সেটি এখানে সংকলন করা গেল (প্রথম ছত্রের শব্দগত সাদৃশ্য প্রথম ও শেষ পাঠে)—

তোমার অরূপ বাণী
আমার মাঝে রূপ নিয়েছে
এই যেন গো জানি।
নিত্যকালের উৎসব এই
নিত্য দীপালিকা,
আমি তারি একটি প্রদীপ
জ্বলুক তাহে শিখা
বিরামহীন আলোক ছটায়
তোমার ইচ্ছাখানি॥

জাগ্রেব্
১৩ নবেম্বর।
১৯২৬

ইতঃপূর্বে বৈকালী-সম্পর্কিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির তালিকায় রবীন্দ্রসদনের ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিবরণে বলা হইয়াছে, ১৩৩৫ সনে মহুয়া কাব্যে (আশ্বিন ১৩৩৬) সংকলনের উদ্দেশে যথাপূর্ব রূপে অথবা বিচিত্র রূপান্তরে কোন্ কোন্ রচনা কবি উহাতে লিপিবদ্ধ করেন। কার্যতঃ সবগুলি মহুয়ায় গ্রহণ করা হয় নাই; যেগুলিতে পরিবর্তন করা হইয়াছে, পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পরিমাণ একরূপ নহে। মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থে, যুগপৎ বৈকালীতে ও মহুয়ায়, যেগুলি আছে, সেগুলির পারস্পরিক তুলনা পাঠক নিজেই করিতে পারিবেন; অন্য কতকগুলি রচনার রূপান্তরবৈচিত্র্য এ স্থলে অনুধাবনের যোগ্য।[৩০] রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১২৭-আধারিত বর্তমান সংকলনের—

১০

আমার লতার প্রথম মুকুল :

আমার প্রাণের জাগরণী দূতী
চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে, "এসেছি এ কোন্‌খানে?"
এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার স্বরতরঙ্গগানে
জাগাতে সে কথা যাহা কেহ নাহি জানে॥

আমার প্রাণের জাগরণী দূতী
প্রভাতআলোকমাঝে
শুধায় আমারে, "এসেছি এ কোন্ কাজে?"
এসেছ টুটিতে কাজের জটিল গ্রন্থি,
বিরস চিত্তে অমৃত তুলিতে মন্থি',
বাজাতে বাঁশরী প্রেমাতুর দুনয়ানে,
মিলাতে তোমারে আমার আত্মদানে॥

৩০ ১২৭-সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বিবরণে বর্তমান বৈকালীর ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, ২৬, ২৯, ৪৩, ৪৬, ৪৭ ও ৬৪ সংখ্যার নির্দেশ। তন্মধ্যে ৫, ৮, ২৬ ও ৪৩ মহুয়া কাব্যে গৃহীত আর ৭ ও ৯ অঙ্ক-যুক্ত রচনায় কোনো পরিবর্তন হয় নাই। স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়— '১০', '৪৬', '৪৭', '৬৪' ও বিশেষভাবে '২৯'।

এটা ভূমিকায় [মহুয়া'র] যেতে পারে / কবি-কর্তৃক এই মন্তব্য লেখার পরেও আদ্যন্ত রচনা বর্জনচিহ্নে লাঞ্ছিত। রূপান্তর : ২৫ শ্রাবণ ১৩০৫

৪৬

কার চোখের চাওয়ার :

চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন !
তাই কি হৃদয় বিকল সকল খন ?
তাই হাসি তোর অশ্রুধারায় ধোওয়া,
ভাবনা কি তাই মৌনছায়ায় ছোঁওয়া ?
ভাষায় কি তাই রাগিণীর আবরণ ?
কেমন বিকল আছিস সকল খন !
পরশমণির পরশে পরাণ জাগা,
তাই তো তোমার স্বপ্ন সোনায় লাগা।
দিনের প্রবাহে প্রহরলহরীতলে
ঝিলিমিলি করি স্বর্ণঝলক ঝলে
কালোয় আলোয় কাঁপায় আখির কোণ,
কেমন বিকল আছিস সকল খন ॥

ছন্দের প্রকৃতিগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। নূতন ছন্দে মাত্রাপূরণের জন্যও বহু পরিবর্তন। পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় ধারণা হয় যে, রচনা : ২৭—২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫। অর্থাৎ, ২৭ বা ২৮ যে কোনো তারিখে।

৪৭

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে :

নিঃস্ব যে রয় শূন্য পাত্রে
দিনের শেষে
সেই দেখা দেয় নিশীথ রাত্রে
রাজার বেশে।
দিবসে ম্লান সে রাজপথে তারে
মৌন দেখি,
তিমিরআসনে চক্ষুতে তার
দীপ্তি একি !
পুষ্পমুকুট কে পরায়ে দেয়
তাহার কেশে।

দিনে তার কাজে সুর ছিল না যে
তাই তো হেলা,
বিজয়মন্ত্র বাজায় তন্ত্রী
রাতের বেলা।
তন্দ্রাবিহীন অন্ধকারের
বিপুল গানে
মন্দ্রিয়া উঠে গৌরববাণী
তাহার প্রাণে,
তারার আলোয় কে তাহারে ছোঁয়
বক্ষে এসে॥

[২৭—২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫]

ছন্দোভেদ ইহাতেও লক্ষ্য করিতে হইবে; অনেক পাঠভেদের কারণ তাহাই। পাণ্ডুলিপিতে, পূর্ব সংকলিত রচনার অব্যবহিত পরে ইহার স্থান। দুটিতেই উত্তর-বৈকালী -ধৃত মূল রচনার স্থান-কাল দেওয়া থাকিলেও, পরিবর্তনের কাল ২৭—২৮ শ্রাবণ ইহাতে সন্দেহ নাই।

পরবর্তী সংকলন দ্বিধাভিন্ন; আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে প্রথমটি লাঞ্ছিত এবং দ্বিতীয়টি 'গ্রাহ্য' পাঠ— কেননা, বর্জনচিহ্ন নাই।

৬৪

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়:

পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায়
কান পেতে রয় ডালে
পলাতকার পথের পানে
পাতার অন্তরালে।
বাসায় ফেরা ডানার শব্দ
নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার মন্ত্র উঠে
দিনের বিদায়কালে। ইত্যাদি

দ্বিতীয় স্তবকে পরিবর্তন নাই, কোনো স্তবকেই 'ধুয়া' লেখা হয় নাই, শেষ ছত্র: বেণুশাখার তালে॥ / পরিবর্তিত পাঠের রচনা মনে হয়: ২৬—২৭ অগস্ট্‌ ১৯২৮ বা ১০—১১ ভাদ্র ১৩৩৫। সবটা বর্জনচিহ্নিত।

গ্রাহ্য পাঠ
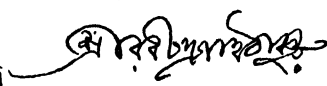
পান্থ পাখীর রিক্ত কুলায় আমি
কান পেতে রই ডালে।
সকালবেলায় নিল সে বিদায় সাগরতীর্থগামী
গিরির অন্তরালে।
ঘর-ফেরা যত ডানার শব্দ গুণি,
শেষ হয়ে যায়, আর কিছু নাহি শুনি ;
সন্ধ্যাতারার মন্ত্রজপের সময় ঘনায়ে এল
দিনের বিদায়কালে ॥

চন্দ্রমা দিল রোমাঞ্চে চঞ্চলি'
তরঙ্গ সিন্ধুর।
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাণিক্য পড়ে গলি'
জ্যোৎস্নার বিন্দুর।
সুপ্তিবিহীন অসীম শূন্যতা যে
সকল প্রহর হুহুঙ্কারিয়া বাজে
বক্ষে আমার ; বৈরাগী এই রাতের হাওয়ার সুরে
পল্লবকলতালে ॥

লক্ষণীয় এই যে, ছন্দোভেদ ঘটিয়াছে, কতকগুলি ছত্রে মাত্রাসংখ্যা বাড়াইয়া স্তবকের ছাঁদও বদল করা হইয়াছে। এই পরিবর্তিত রচনার কাল ২৭ অগস্ট্ বা ১১ ভাদ্রের পরে কিন্তু ৭ কার্তিক ১৩৩৪ তারিখের পূর্বে। অর্থাৎ, ১১ ভাদ্র—৭ কার্তিক ১৩৩৪। এই গীতিকবিতার সর্বশেষ পদ, এ সম্পর্কে ২৬-সংখ্যক পাদটীকা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী আলোচনা যে কবিতা বা গান লইয়া, তাহার উদ্ভবের ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস বিচিত্র। দ্বিতীয়, বিশেষতঃ তৃতীয় সূচীপত্রে (পৃ 19 ও 143 / পারম্পর্যে ১০ ও ৪৭), যেমন ইহার উল্লেখ, তেমনি ত্রয়োদশ ও ত্রয়োবিংশ টীকায় ইহার বিষয় বলা হইয়াছে। ২৭-সংখ্যক রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির '19' পৃষ্ঠার পাঠ উদ্ধার করা যায় নাই তবে এটুকুই অনুমান করা চলে যে, এই পাঠ 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপির অনুরূপ (বর্তমান গ্রন্থে '২৯' সংখ্যায় সেই পাঠই দেখা যায়), পক্ষান্তরে ইহার বীজরূপ কী ছিল এবং পরে পরে কী পরিবর্তন হইল সুস্পষ্ট রবীন্দ্রলেখাঙ্কনে বিধৃত। যথা—

ক) **স্বাক্ষর-কবিতায় পূর্বাভাস**

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচল মৃদঙ্গে;
অরূপের লীলা রূপের রেখায় রেখায়,
অতলের লীলা চপল তরঙ্গে॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫ ~~[illegible]~~ চৈত্র
১৩৩২

—শ্রীমতী লীলা মজুমদারের স্বাক্ষরসংগ্রহ

খ) রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৭, পৃ 19-ধৃত রূপ। পাঠোদ্ধার হয় নাই। রচনা ১২ চৈত্র ১৩৩২ তারিখের আগে অথবা ওই দিবসে।

গ) 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি তথা বর্তমান গ্রন্থ -ধৃত রূপ। ২৯ বৈশাখ ১৩৩৩ তারিখে বা অব্যবহিত পূর্বে প্রবাসী-সম্পাদকের উদ্দেশে প্রেরিত। এই পাঠ পূর্বোক্ত প্রচ্ছন্ন বা অবলুপ্ত পাঠের প্রতিরূপ না হইলেও অনুরূপ হইতে পারে।

ঘ) **পরিবর্তিত রূপ**

আঁধারের লীলা আলোর বক্ষ বিরাজে
মৌনের লীলা, ছন্দে ~~[illegible]~~ মুখর মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোচর রূপের রেখায় রেখায়,
অসীমের লীলা সীমার মোহের লিখায় লেখায়,
অতলের লীলা উচ্ছল তরল তরঙ্গে॥
অধরারে পাওয়া অধরা-জানার সভার লীলায়,
মুক্তিধারার লীলা অমূর্ত কঠিন শিলায়,
শান্তির লীলা প্রলয় ভাঙন ভঙ্গে॥
সুখের খেলা মাটির ফুলের দোলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে তোমার খেলায়,
ঠাকুর খেলা যে হীন অভাজন আমাতে॥

—রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ২৭, পৃ 143

'145' পৃষ্ঠা -ধৃত লাঞ্ছিত এবং সম্ভবতঃ বর্জ্জিত / অপ্রকাশিত ইংরেজি রূপান্তরের রচনা : ১৭ জুলাই ১৯২৬ বা ১ শ্রাবণ ১৩৩৩। বাংলা রচনা যে ওই দিনে বা উহার অব্যবহিত পূর্বে তাহা অনুমান করা চলে।

৬) প্রচল গীতরূপ

আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায় লেখায়
ছন্দের লীলা অচল কঠিন মৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোণা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলিছে তরল তরঙ্গে। ৪
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্ত্তির লীলা মূর্ত্তিবিহীন কঠোর শিলায়
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়ভ্রূভঙ্গে॥
শৈলের লীলা নিঝরকলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্তের বায়ু-হেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ডানার বিহঙ্গে। ১১
স্বর্গের খেলা মর্ত্ত্যের ম্লান ধূলায় হেলায়।
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্য্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

—রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১২৭, পৃ 57

রচনা ৭—১০ ভাদ্র ১৩৩৫ তারিখে, কেননা এই খসড়া-পাণ্ডুলিপিতে পূর্ব্ববর্তী রচনায় তারিখ ২৩ অগস্ট্‌ ১৯২৮ বা ৭ ভাদ্র এবং পরবর্তী রচনার তারিখ : ২৬ অগস্ট্‌ ১৯২৮ বা ১০ ভাদ্র ১৩৩৫। মূলতঃ মহুয়া কাব্যে সংকলনের উদ্দেশে রচিত মনে হয়। গীতবিতান-ধৃত প্রচল গীতরূপে একটি মাত্র পাঠপরিবর্তন চতুর্থ ছত্রে, 'খেলিছে' স্থলে : খেলায় / একাদশ ছত্রে একটি পাঠপ্রমাদ-জনিত মুদ্রণপ্রমাদও সম্ভবতঃ আছে— 'ডানার' স্থলে : ভাষার / তাৎপর্যের দিক দিয়া অনাহূত বা অবাঞ্ছিত মনে হয়।

পাঠবৈচিত্র্যের সংকলন শেষ করা গেল। কৌতূহলী তথা কাব্যজিজ্ঞাসু পাঠক বর্তমান গ্রন্থ, গীতবিতান, মহুয়া, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য নাটক / কাব্য মিলাইয়া দেখিলে আরও অনেক পাঠভেদ দেখিতে পাইবেন। নিজের লেখা নিজে নকল করিতে গিয়াও কবি পাঠ বদল করেন নাই, এ দৃষ্টান্ত বিরল হইতে পারে। 'এই পাঠ অথবা এই ছত্র ভালো' 'এটি ভালো নয়', আশু এরূপ সিদ্ধান্তের লোভ সংবরণ করিলে হয়তো দেখা

যাইবে— বিভিন্ন পাঠের প্রয়োগ বা প্রয়োজন বিচিত্র আর বিশেষ উপযোগিতাও অবশ্যই রহিয়াছে।

॥ সংকলন-সূত্র ॥ বর্তমান সংকলনের অর্থাৎ অখণ্ড বৈকালীর ক্রমিক অঙ্ক -অনুযায়ী—
১-১৯, ২১-৪০ 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি হইতে।
২০, ৪০ (শেষ-স্তবক) - ৪৮, ৫১-৬৪ ও ৬৬ পূর্বমুদ্রিত বৈকালী হইতে যাহার মূলাধার 'এল্যুমিনিয়মের পাতে' কবির হাতের লেখা।
৬৫, ৬৭, ৬৮ ও গ্রন্থপরিচয়-ধৃত ৬৫'র পূর্বাভাস যে আদর্শ হইতে সেগুলি রহিয়াছে মহলানবিশ-সংগ্রহে।
৪৯ ও ৫০, ব্যবহারযোগ্য অন্য রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির অসদ্ভাবে, ১৩১৪ বৈশাখে মাসিক বসুমতী পত্রে মুদ্রিত লিপিচিত্র হইতে ঈষৎ বর্ধিতাকারে গৃহীত।

সর্বশেষ দুইটি গান (৬৭ ও ৬৮) ধাতুপত্রে লেখা উত্তর-বৈকালীতে আদৌ না থাকিলেও, স্বাধিকারে উহাতে তাহাদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নাই। কেননা, বৈকালী-রচনাপর্বের সহিত ওই দুটি গান অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং সংগীতে যেমন সম বা শম, সর্বশেষ গানে তেমনি সমুদায় বৈকালীর অভীষ্ট পরিণাম বা সুসংগত সমাপ্তি।

॥ স্বীকৃতি ॥ সম্পূর্ণ 'প্রবাসী'-পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে ও ব্যবহারের সুযোগ হইয়াছে শ্রীমতী শান্তা নাগের সৌজন্যে।
বৈকালীর বহু গানের প্রতিচিত্রণ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সৌজন্যে সম্ভবপর হইয়াছে।
বহু গানের রচনাকাল জানিবার সুযোগ দেন শ্রদ্ধেয় অনাদিকুমার দস্তিদার।
'নটীর পূজা'র রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি দেখিবার সুযোগ দেন শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জ ও শ্রীমতী গৌরীদেবী।
গ্রন্থসম্পাদনায় বহু তথ্যের সন্ধান দিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন এবং শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদনা ও গ্রন্থপরিচয়-রচনা : শ্রীকানাই সামন্ত

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

গ্রন্থপরিচয়-ধৃত গীতিকবিতার পৃথক্ ক্রমিক সংখ্যা নাই

বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যায় পূর্বপাঠের নির্দেশ